প্রফুল্ল

(সামাজিক নাটক)

[১২৯৫ সাল, ১৫ই বৈশাখ, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

যোগেশচন্দ্র ঘোষ	..	জনৈক ব্যাঙ্কার।
রমেশচন্দ্র (এটর্ণি)		যোগেশের মধ্যম সহোদর।
সুরেশচন্দ্র	.	ঐ কনিষ্ঠ।
যাদব	.	যোগেশের পুত্র।
পীতাম্বর	...	যোগেশের কর্ম্মচারী।
কাঙ্গালীচরণ	...	ডাক্তার।
শিবনাথ	.. .	যোগেশের বন্ধু।
মদন ঘোষ	... .	শিবনাথের পাগলা খুড়া।
ভজহরি	...	[illegible]

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দারওয়ান, ইনস্পেক্টর, [illegible], ইষ্টারপিটার, অম্বরা পোদ্দার, উকীলগণ, [illegible], ব্যাপারিদ্বয়, শুঁড়ী, মাতালগণ, মুটে, [illegible], দরোয়ান, টরণকি, জেলখানার রক্ষক, [illegible]।

স্ত্রী

উমাসুন্দরী	...	...	যোগেশের মাতা।
জ্ঞানদা	...	...	ঐ স্ত্রী।
প্রফুল্ল	.	...	রমেশের স্ত্রী।
জগমণি	..	..	কাঙ্গালীর স্ত্রী।

খেমটাওয়ালীগণ, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা

[illegible]—কলিকাতা।

প্রফুল্ল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের অন্তঃপুর কক্ষ।

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা।

উমা। মা, এতদিন সংসারের কৌটোটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন ক'রে রেখো; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে। দেওর দু'টিকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার যাদব যেমন—রমেশ, সুরেশও তেমনি। মেজ-বৌমাকে যত্ন ক'রো। মা, আপনার পর সব মনের, তুমি মেজ বৌমাকে যত্ন কর, তোমাকে মা'র মতন দেখবে। আর নিত্য-নৈমিত্তিক পাল-পার্ব্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো, এখন গিন্নী হ'লে সব-দিকে বুঝে চ'লো; পাঁচ জন পাঁচ কথা শুনো, তবু কারুকে উঁচু কথা বলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও। আর কি বলবো মা, পাকা চুলে সিঁদুর প'রে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর।

জ্ঞান। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আসবে না?

উমা। কেমন ক'রে বলবো মা, গোবিন্দজী কি পায়ে রাখবেন!

জ্ঞান। না মা, তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে করতে পারবো? তোমার আদরে-আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর-সংসারের কি জানি মা?

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত; তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা, একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্না সব বজায় থাকবে।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফু। মা, তুমি হেথায় রয়েছ, আমি তেল নিয়ে খুঁজে খুঁজছি, তুমি রোজই বেলা করবে; আমি ভাতে চাপা দিয়ে রেখেছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো; তা তুমি তো নাইবে না; এস, নাইবে এস।

উমা। তোমার ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিটলো না।

প্রফু। তুমি খেতে দাও বুঝি, যে দিন চাই, সেই দিন বল, পেটের অসুখ করবে।

উমা। তা একবার আমি ম'লে খুব এক মাস ধ'রে ডালবাটা খাস্।

প্রফু। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক, তার পর যাবি।

প্রফু। না নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে? উনুন ধরাবে কে? পাথর মেজে দেবে কে? মনে কচ্ছো, ঝি রাখবে? সে বাসনে সপড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো? সেই আমার মাজতে দাও নি—এক দিন ডালের খোসা, এক দিন শাকের কুচি ছিল,—আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞান। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পারবি?

প্রফু। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে, মা কি? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর মা? ওঃ হরি! তবেই তুমি

আমায় নিয়ে গেছ। তুমি যার বাসরকে ফেলে যাচ্ছ। এই মাসেই আসবে, তুমি তো অকুলে যাবে?

উমা। আঃ! দাঁড়া বাছা, আগে খাওয়াই হোক্।

প্রফু। ও মা, শীগগির এস, বট্‌ঠাকুরের গলা পাচ্ছি!

উমা। তুই মা, ডাক্ যে গে যা, তার পর আমার পাতে পাস এখন, আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাচ্ছি।

প্রফু। না, না, তুমি শীগগির এস, আমি তেল নিয়ে ব'সে রইলুম।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক ক'রে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম; তুমি মেয়েগাড়ীতে থাকবে, আমার আলাদা গাড়ীতে থাকবো, সে নানান্ ঝঞ্ঝাট, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাও নি?

যোগে। না, একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া-দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি দেনা-পাওনাগুলো তুলে দেব। আর বল্‌ছিলুম কি, চাটুয্যে ঠাকুরপোর তো কিছু নেই, তের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধকী জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগে। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা বল্‌ছিলুম কি, বামুন-ঝিয়ের বড় সাধ আমার সঙ্গে যায়, হাতে কিছু নেই, এক জন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাকতো—

যোগে। মা, তুমি 'কিন্তু' হয়ে বল্‌ছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। আমার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও কিছু তার দাও নি, তুমি 'কিন্তু' হ'লে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ; আমি কখনও তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি, কিন্তু বাবা, তোদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছা হয়েছে দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই, বাবা! যারা যারা রইলে, তাদের যদি ঋণ মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে।

শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আসতে হয়, পাওনা নিতেও আসতে হয়। ভগিনমী যেন এই কল্পে, তোমাদের গোলে গাই, আর না ফিরতে হয়, তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগে। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বল্‌ছি বাছা, তোমরা উপযুক্ত সন্তান, তোমায় না ব'লে কি কিছু করতে পারি? তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিই গো, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গো।

যোগে। মা, সে পাগলা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়—কোথায়?

যোগে। আমি তারে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনই পাগল আছে।

উমা। বাবা, সে পাগল নয়, অনাদি পাগলামি ক'রে বেড়ায়; ও সব লোক কি হয়, দেখ।

(মদন ঘোষের প্রবেশ)

মদ। এই যে যোগেশের মা আছে, যোগেশ আছ।

উমা। দাদা, প্রণাম হই।

মদ। আমি বল্‌ছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'লো—যা হয় ক'রে একটা দেখা দাও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্রসন্তান নিয়ে দরকার। শুনেছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ আছে, আমার সেই সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়ন আমার বেশী নয়, তিনের ঘর।

যোগে। মদন দাদা, তোমার কথা শুনিয়ে দিয়েছি, মোটা সোনা, খুঁদনীর চেনা দিয়ে।

মদ। ওই টাকা কর—ওই টাকা কর, বংশটি লোপ হয় যে!

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ ক'রো না। তোমার নাত-বোয়েদের আশীর্বাদ করবে এস। তোমার মেজ নাতবোর আজও যাটী হয় নি, আর একটা সাড়ী দিতে হবে।

মদ। যাটী হয় নি? সে কি? বল তো, বল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার ক'রে দিও।

যোগে। আচ্ছা মা।

[উমা সুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান।

জ্ঞান। ঠাকুরপোরও এক কথা। ওরে পাগলি বল্লে বড় লাগেন।

যোগে। ঐ যে, ওরে মাতুলী দিয়েছিল, তার পর আমরা হয়েছি।

জ্ঞান। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বসলে কি গা? নাইবে-টাইবে না?

যোগে। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে যা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো; ছোট সিন্দুকে আছে।

জ্ঞান। হাঁ গা, তোমাদের কদ্দিন হবে?

যোগে। মাকে রেখেই চ'লে আসবো। তার পর যা হয়—

জ্ঞান। না হয় কি, একটা সুখের কথাই শুনাও, কাজ তো বারো মাসই আছে; নাও, খাও দাও, মন স্থির ক'রে কাগজ নিয়ে বসো এখন।

যোগে। মাকে রেখে এসে ভাবছি, কিছুদিন তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাব, তুমি যাবে? যাও তো নিয়ে যাই।

জ্ঞান। আর সতেরো কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ।

যোগে। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞান। তা খেয়ে-দেয়ে তো বেড়াতে যাবে, স্নান কর গে; বাবা, জানো কাজ শিখেছিলে কিছু! কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সখ নেই।

যোগে। সখ করলে কি, সখ করবার কি দিন পেয়েছিলুম? তুমি ত জান না, দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি। বাবা ম'রে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটি অপোগণ্ড ভাইদের হাত ধ'রে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে এক দিন গেছে। এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটু কুড়েও করেছি, খাবার-দাবার সংস্থান করেছি, এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না; তা ভগবান সব সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞান। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পূজো করি নি। তোমার সব গুণ—ঐ একটুকু ঢক ক'রে খাওয়া কেন? আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিকে একটু হয়েছে। ঐ এক কাঁচা চামেত্তর মুখে না দিলেই নয়।

যোগে। আমি তো মাতলামো করতে পাই নি, হাড়ভাঙা মেহনৎ ক'রে, গা-গতর কামড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হও। যায়, বিষ হয়—এ কি জান, বিষ বল বিষ—অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞান। অত হাড়ভাঙা মেহনতেই বা দরকার কি? একটু কম করে ক'র, ও খাওয়ার কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগে। পাগল!

জ্ঞান। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হয়েছে।

যোগে। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় খিদে হচ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি।

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ, ব্যস্ত আছ?

রমে। আজ্ঞে না।

যোগে। বেরোবে না?

রমে। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগে। বেরিও হে, আদালত বন্ধই হোক্ আর যাই হোক, বেরুন ভাল! শোন, একটা কথা বলি,—যদি চ আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পাই নি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে পারতেম না। সমস্ত দিন খেটে যখন বাড়িতে কাজ করতে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভিতর ক'রে—ফিরে দেখতুম, আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়তো, সেই উৎসাহ-ই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয় আশয়, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী। এই কাগজখানি দেখ, একখানা বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি; কি জানি, পরে যদি ছেলেদের সঙ্গে না বনে, তীর্থ ধর্ম্ম করুক, তারই ভাড়া থেকে চলবে, আর মা'র নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃন্দাবনে পাঠান যাবে; আর বাকী বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখলেই বুঝতে পারবে। তুমি এটর্ণি হয়েছ, উকীলপাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয়, আমায় ব'লো, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায়? ও তো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না পায়, তার একটা উপায় ঠাউরাচ্ছি।

রমে। দাদা, আমাদের কি পৃথক্ ক'রে দিচ্ছেন?

যোগে। না ভাই, তা নয়। এতদিন যা

ছিলেন, এখন বোয়ে বোয়ে বনতি হোক্ না হোক্,—তুমি পরে বুঝবে যে, সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল। এক বখরা যা আমার থাক্বে, তা থেকে আমার চল্বে। একটা ছেলে—আর আমি কারকর্ম্ম কর্বে না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় তোমাদের বাড়-বাড়ন্ত হোক্। মাধবকে দেখো, আমি দিনকতক বেড়িয়ে আসি। এক অন্নেই রইলুম, তবে বিষয় চিহ্নিতনামা হয়ে রইল এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাক্বে; তা তিন ভাগ কর্তে ব্যাঙ্ককে অ্যাড্ভাইস করেছি।

রমে। দাদা মহাশয়, সুরেশকে দিচ্ছেন দিন, আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে আছে, আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজগার ক'রে এনে দেব, আমার ও সব কেন? তবে আপনি দিচ্ছেন, আমি না নিয়ে পারি নি।

যোগে। রোজগার ক'রে দিতে চাও দিও। তোমার ভাইপো রইলো, তুমি ও নিয়ে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর একটি কথা, আমার বিশ্বাস, কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। এই পাড়ায় দেখ, চাকরী-বাকরী করে, আন্ছে-দিচ্ছে, খাচ্ছে, যেই একজন চোক বুজলো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল; কি খায়, তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বল্বো কি! ভাই রে! আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি—সেটি অতিথিশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথা গৃহস্থেরা এক একটি ঘর নিয়ে থাক্তে পাবে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তা'রই সুদ থেকে কোন রকমে শাক অন্ন খেয়ে দিনপাত কর্বে, তুমি তার ট্রাষ্টি। আজকে লেখাপড়া করো, আমি সই করে দিনকতক বেড়িয়ে আস্বো। ত্রিশ বচ্ছর খেটেছি, একদিনও একটুকু বিশ্রাম করি নি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমে। আচ্ছা, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আস্তে চান, বেড়িয়ে আসুন।

যোগে। না, কাজ শেষ ক'রে যাওয়া ভাল, আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াব। কি জানি, শরীরের ভালমন্দ আছে।

রমে। আচ্ছা, যে রকম অনুমতি। আমি তা হ'লে বাড়ীতেই এটা তৈয়ের ক'রে রাখি।

[রমেশের প্রস্থান।

জ্ঞান। ও মা! আবার চাইছ কেন?

যোগে। বড় বৌ, আজ বড় আনন্দের দিন।

জ্ঞান। তা ওঠ না, নাইতে হবে না?

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি

কাঁদছেন। আমায় বল্লেন, বাবুকে খবর দে।

যোগে। কে, পীতাম্বর? কাঁদছে কেন?

ঝি। আমি তা তো জানি নি, আমায় খবর দিতে বল্লেন।

যোগে। তারে এইখানেই ডাক্।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

বড় বৌ, একটু স'রে যাও।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খবর এলো না কি?

(পীতাম্বরের প্রবেশ)

কি হে পীতাম্বর?

পীতা। আজ্ঞে বাবু, সর্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে।

যোগে। কি! কি! কি! কোন্ ব্যাঙ্ক?

পীতা। আজ্ঞে, কিষ্টোনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেম, তারা ফিরে এসেছে।

যোগে। এঁ! এঁ! আমার যে সর্বস্ব সেথা! আজ বড় আনন্দের দিন! আজ বড় আহ্লাদের দিন! আমি ফকির হলুম!

পীতা। বাবু বাবু, আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না—

যোগে। (হাসিয়া) না না, আমি ব্যস্ত হই নি; যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তৈয়ের কর গে। ইন্সল্‌ভেণ্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন বেড়াতে যাই।

পীতা। বাবু, আপনি রোজগার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার রোজগার কর্বেন।

যোগে। হাঁ হাঁ, তুমি যাও, আমি সব বুঝি। পীতাম্বর! সব আছে, কিন্তু সে দিন আর নাই, সে উৎসাহ নাই। ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায়

রোজগার করেছি, গেল—একদিনে গেল? ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল!

(মদ্যপান)

পীতা। বাবু! বাবু! করেন কি? সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ করবেন না,—

যোগে। না না,—যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা, আসুন—সর্ব্বনাশ হ'ল।

[প্রস্থান।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

যোগে। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন! আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে।

জ্ঞান। গিয়েছে, আবার হবে, ভাবনা কি?

যোগে। ভাবনা কি? অনেক ভাবনা। ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে মানুষ। কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাবব না—ফুরুলো; আবার হবে! এক বৎসরে হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে! হবে ত? আবার হবে, বাঃ! বাঃ! কেবা ফুর্ত্তি! ফুর্ত্তি করবো নেই? মদ লেয়াও!—ওই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও;—বাঃ বাঃ! এমন মজা!—কোন্ শালা খেটে মরে। বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

[প্রস্থান।

জ্ঞান। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্‌গির ক'রে এস, সর্ব্বনাশ হ'ল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর ডাক্তারখানা।

সুরেশ ও জগমণি।

সুরে। কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যাধর কোথায়?

জগ। এদিকে তো খুব চালাকী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখতে পাই নি, সে চালাকী থাকলে এত দিন জুড়ী চড়তিস্।

সুরে। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাকতে থাকতে দুটো একটা শিখবো বৈ কি! এক ছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বসবো না। নগদ পয়সা, ছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে! ব'স, তামাক খাও।

সুরে। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে; পূজোর মন্ত্র কি?—কস্যং গলাং কাটিতং—কার গলা কাট্‌বো।

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না; যাও—তুমি বাড়ী থেকে বেরোও।

সুরে। তা শীগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচতে যাও কি পোষাকে—না দেখলে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে নাগরানী সেজেছিলে—বাঃ বিদ্যাধরী, চমৎকার!

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্ বক্ কচ্ছো কেন?

সুরে। আচ্ছা, চাপরাসীরূপে তো দিলে মাধা, খানসামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও, -আর ক'টি রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় প্রকাশ ক'রে বল দেখি? (সুর করিয়া)

"জুড়াও হে মনোনাথ লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,
কামিনী কি কমলিনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ॥"

জগ। বেশ ছুঁড়ি!

সুরে। বিদ্যাধরি, আবার বল, তোমার ঝঙ্কারি বুক্‌নিতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল; আর এই দাপাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। পোড়া গাধা ছোক্‌রা! তোরে বলি শোন্! রোজ রোজ দু-চার টাকা ধার করিস্ কি ক'রে? আমি কিছু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাইকেই দিতে হবে; তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ ক'রে নে না।

সুরে। ছুছুন্দরী বাঃ। বহুরূপিণী বিদ্যাধরি!

সাবাস। দোকান তুলে দিয়ে, এবার জেলার খোকা-রীতে বেরোও, আমি তোমার চাপকান পাগড়ী দিচ্ছি।

নেপথ্যে কাঙ্গালীচরণ। জগা, কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস ?

সুরে। খুড়ো আমি, বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুনছি, আর ধরগান খেয়ে কাসছি।

(কাঙালীচরণের প্রবেশ)

কাঙা। কে ও সুরেশ, কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ ?

জগা। আমি বলছিলুন, দু-চার টাকা ক'রে ধার করছিস্ কেন ? বিনয় বথরা ক'রে নে, উকীলের চিঠি দে,—আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে দিচ্ছি ; তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙ্গা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রমে বুঝবে—ক্রমে বুঝবে। কি বাবা, কি মনে ক'রে ?

সুরে। তোমার নিস্তাধর আর বিদ্যাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটাকতক টাকা কর্জ্জন।

জগ। এক শো টাকার নোট কর্ত্তন তো ?

সুরে। রূপসি, তার কি আর অন্যথা হবে ?

জগ। তাতে আর হচ্চে না, দু'শো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরে। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি !

নেপথ্যে। কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন ?

কাঙ্গা। কে ?—বকেরা নাম ধ'রে ডাকে কে ? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল এ হরিহর বাবুর বাড়ী, কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী নয়।

সুরে। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়কি দোর দিয়ে বা'র করে দাও,—মেজদা !

জগ। যাও, বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও ; রান্নাঘরের জানলা ভাঙ্গা আছে, সেইখান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

[সুরেশের প্রস্থান।

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছ গো ? কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন ?

জগা। এ কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

নেপথ্যে। আচ্ছা হরিচরণ বাবু [illegible] বাবু হই।

কাঙ্গা। আমি স'রে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াও।

[কাঙ্গালীর প্রস্থান।

(সদর দরজা খুলিয়া দেওন ও রমেশ বাবুর প্রবেশ)

জগ। আপনি কাকে খুঁজছেন ?

রমে। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় ব'লে যান, আমি তাঁর কম্পাউণ্ডার।

রমে। আপনি মেয়েমানুষ কম্পাউণ্ডার ?

জগ। ওমা, তাও ত বটে।

রমে। তাও ত বটে কি ?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু বাড়ী নেই, আপনি এখন আসুন।

রমে। বাবু বাড়ী আছেন বৈ কি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডার আবার ঝি, বাবুকে ডাক দে, বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই ; বল, তাঁর ভাল হবে।

নেপথ্যে কাঙ্গালীচরণ। কে রে ঝি, কে রে ?

(কাঙ্গালীর প্রবেশ)

কাঙ্গা। আমি এই প্র্যাকটীস ক'রে খিড়কি দোর দে ফিরে এলুম।

রমে। বসুন—বসুন, কাঙ্গালী বল্‌বো না হরিচরণ বাবু বল্‌বো ? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙ্গা। আপনি ত রমেশ বাবু ?

রমে। হাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্নি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটা মাগীর সঙ্গে ফেরারি করে-ছিলেন। তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারেণ্ট বা'র কর্‌বার জন্যে।

কাঙ্গা। কি, আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে ব'সে অপমান করেন ? চাপরাসী,—

রমে। আপনার চাপরাসী তো ঐ [illegible], উনি তো হেথা হাজিরই আছেন, ব্যস্ত [illegible] না, কি বল্‌তে এসেছি শুনুন,—সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি, তা আমার ধারণা হয়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি [illegible] ক্লার্কগিরিও ক'রে গিয়েছেন। আমি নূতন আপিস করবো, আপনার মত একজন [illegible] [illegible] আপনার ভয় নেই, আমি [illegible]।

ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছি নি, তারে ধাপ্পা দিয়েছি যে, চারশো টাকা নিয়ে আয়, সে এখন বিশ বাঁও জলে। এই দেখুন, সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙ্গা। কৈ দেখি—কৈ দেখি?

রমে। এই দেখুন, এ তো চিন্‌তে পেরেছেন? তবে কাগজগুলো আমার ঠেঁয়ে থাক্‌বে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছি নি। আমি নূতন উকীল বটে, তবে নেহাত কাঁচা নই,, পাঁচবার একজামিনে ফেল হ'য়ে তবে পাশ হয়েছি। আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেক বিষয়ে আমার যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা,—তা বটে তো বাবা! মুখপোড়া মানুষ চেন না? এঁর সঙ্গে আলাপ কর, তোর কপাল ফিরবে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবত পড়্‌লে। কি বাবা, কি কর্‌তে হবে বল? তুমি যা বল্‌বে, হুঁ পিডের কান ধ'রে আমি কাট করাব।

রমে। বাঃ রূপসি, আপনার নাম কি? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিরূপিণী;

জগ। আমায় দিদি বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়। এখন কাজের কথা বল।

রমে। সুরেশ ব'লে একটি ছোকরা তোমার এখানে আসে?

কাঙ্গা। কে সুরেশ?

জগ। আ মর! বুড়ো হ'লি, কাকে বিশ্বাস কত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কত্তে হয়, জানিস্ নি! এসে বাবা, এসে।

রমে। তোমার কাছে টাকা ধার করে।

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমে। তার নোটগুলো আমি কিনবো, আর এবার এলে তারে বুঝিয়ে ঠিক কর্‌তে হবে, যাতে একখানা বণ্ডে সই করে; বলো, পাঁচশো টাকা পাবে, খানকত কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাক্‌বে, তাতে এনডোর্শ করিয়ে নেবে। কথাটা এই, তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।

কাঙ্গা। বুঝেছি—বুঝেছি।

রমে। বুঝেছ তো?

জগ। বুঝ্‌লে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আমি ছ'মাস বোঝাচ্ছি, নালিশ কত্তে, সে বলে, আমি দাদার নামে নালিস কর্‌বো না।

রমে। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার?

কাঙ্গা। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমে। তারে ভয় দেখাও—নালিশ কর্‌বো।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি কর্‌বে? একটু ঘটে বুদ্ধি নেই।

রমে। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি যা ক্লায়েণ্ট জোটাবেন, তারই কস্টের দশ আনা ছ'আনা, সেই ছ'আনা আপনার মাহিনার হিসাবে জমাখরচ হবে।

কাঙ্গা। তা বাবা, আমার হাতে তো ক্লায়েণ্ট নেই, আমি একটা বদনামী হয়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না নিলে চল্‌বে না। যা হোক ডিস্পেন্সারী খুলে নিকিরী-পাড়া ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক ক'রে দিন পোষায়; আরো আরো সব কার্য্য আছে, তাতেও কিছু পাই; গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও, আর পর কস্টের দশ আনা ছ'আনা বল্‌ছো, চার আনা বারো আনাতেও রাজী আছি।

রমে। আচ্ছা, তার জন্ম আটকাবে না।

জগ। তোমার ত একটা পেয়াদা চাই।

রমে। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নূতন আপিস কচ্ছো, আমায় কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমে। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা, এখানে তো ডিস্পেন্সারি চালাতে হবে; আর আর কাজ আছে, তোমায় দেব।

জগ। ডিস্পেন্সারিও চল্‌বে?

রমে। চল্‌বে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখলি হুঁ পিড, মানুষ চিনিস্ নি।

রমে। তবে আসি; কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, রূপসি, চললুম।

কাঙ্গা। এ-সময়ও সময় বেরুলে চলবে ?

রমে। হ্যাঁ, তা চলবে।

[রমেশের প্রস্থান।

কাঙ্গা। জগা, এইবার বরাত ফিরলো আর কি! আবার যখন এটর্নি পেয়েছি, আর কিছু ভাবি নি। এই পাশের জমীটে—মাগীকে ঠকিয়ে-ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাটা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে দুটো ঘোড়া; বাগান একখান কর্‌তেই হবে, যা হ'ক, তরীটে তরকারীটে আস্‌বে; জগা কথা কচ্ছিস্ নি যে!

জগ। বল্ বল্, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি: তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল দিয়ে বসে-ছিস্। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা; কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত ক'রে রাখ, ওদের বড়োয় বিবাদ বাধ্‌লো বলে; মোকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস্ যে, খরচা আদায় করতে পারবি।

কাঙ্গা। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালি-য়াতের নালিশ ক'রে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক, সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখ্‌লুম, আর আমায় পরিচয় দিচ্ছিস কি? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পারবি? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকীল দেখ্‌ছি, ততদিন বিশ্টা জাল করবে। আর আমার কথা তুই দেখিস, যখন ডাক্তারখানা রাখ্‌তে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়া-বার মৎলব যদি না থাকে তো কি বলেছি। ওকে আমি দু'দিনে হাত ক'রে ওর পেটের কথা সব নেব।

(সুরেশের পুনঃ প্রবেশ)

সুরে। বিদ্যাধরি, মেজ্‌দা এসেছিল কেন হে?

জগ। ওরে, তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে!

(পদধূলি প্রদান)

সুরে। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে রাগ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা! একটা সই করলেই হ!

সুরে। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও,—আমি হেণ্ডনোট লিখে এনেছি, দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি।

কাঙ্গা। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন?

সুরে। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিদ্যাধরী শোনো— এ যে দু'দশটা টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে চাচ্চ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে দা দেবে তবে; ভাবছো বোকা-রাম, টাকার লোভে একটা সই ক'রে দেবে এখন, আমার নিজের টাকা থাক্‌তো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না, দাদার যে সর্ব্বনাশ করবে, তা রূপসী বিদ্যা-ধরি পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না!

জগ। আমি আর টাকা দিতে পারবো না, যে টাকা ধার নিয়েছিস্, দে, নইলে আমি নালিশ করবো।

সুরে। আমি তোমায় দু'বেলা সাধছি বিদ্যাধরী, জজ সাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখবে, আর আমারও টাকা কটা শোধ যাবে; শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুটবে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখতে হয়, ততই ভাল, বুঝলে বিদ্যাধরি? টাকা দেবে কি না বল?

জগ। না, আমার টাকা কড়ি নেই।

সুরে। তবে চল্‌লুম, সেলাম পৌঁছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হলেম! একগুণ নিয়ে চার গুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

[সুরেশের প্রস্থান।

জগ। বুঝলি পোড়ারমুখো! একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না; এরে উল্টো প্যাঁচ কস্‌তে হবে। সই ক'রে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝতে পারে, তখনই সই করবে।

কাঙ্গা। কি রকম—কি রকম?

জগ। রোস্, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাউ-রাই। থাই যে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান।

প্রফুল্ল ও সুরেশ।

সুরে। হাঁ রে মেজো, দাদার না বড় অসুখ করেছে?

প্রফু। ঠাকুরপো, আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, ঠাকরুণ কাঁদছেন। বটঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল।

সুরে। তা এখন দাদা কোথায়?

প্রফু। এখন ভাল হয়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজতে; সে যদি টিকুরি দেখতে! ডাক্তার এল, মাথায় জলটল দে তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। এমন সর্বনেশে জিনিসও খাইয়েছিল! দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকেও চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন।

সুরে। দাদা খেয়েছেন?

প্রফু। ডাক্তার পাঁঠার কাথ খেতে ব'লেছিলেন, তাই খেয়েছেন, এ বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো, অমনি ক'রে আবার কেউ যদি কিছু খাওয়ায়! মা বল্লেন, চারিদিকে শত্তুর, শত্তুর হয়েছে!

সুরে। এখন ভাল আছেন তো?

প্রফু। হাঁ, সরকার মশায়কে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন, আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? আমার ভাই, কান্না পাচ্ছে।

সুরে। আমিও তাই ভাবছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা মাদুলী আনতুম। বৌদিদি, সেই মাদুলী পরলে আর কেউ কিছু করতে পারতো না।

প্রফু। হাঁ ঠাকুরপো, এমন মাদুলী?

সুরে। সে মাদুলীর কথা বলবো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি একজনকে খাওয়াতে সরকারদের বৌ মাদুলী যেই পরলে, আর কেউ কিছু করতে পারলে না। কি খাওয়াবে জান, দাঙ্গা জলপড়া। ভাগ্যিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জলপড়া নয়? তুমি যদি খাও তো অমনি ধেই ধেই ক'রে নাচ।

প্রফু। ও মা! সে মাদুলী বটে, সে যে হাত-পা জোড়া! তা তুমি সে মাদুলী এনে দাও, আমি দিদিকে ব'লে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরে। তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি! বৌদিদির টাকায় আনলে ওষুধ ফলবে না।

প্রফু। তবে কি হবে! আমার টেঁরে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরে। আর সেই যে মাকড়ীগুলো আছে, তা তো তুমি আর পর না।

প্রফু। না, সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে, কানবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরে। তা সেইগুলো পেলেই হ'তো—

প্রফু। তা নাও, আমি দিচ্চি, দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি প'রে থাকবো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

সুরে। দেখি কত দূর হয়। (পত্র লিখন) "মেজদাদা মেজ বৌদিদির মাকড়ী লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশটাকায় বাঁধা দিয়েছি।" ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে! বলবেন, খুব করেছ। কি রে যেদো, কাঁদছিস কেন?

(যাদবের প্রবেশ)

যাদ। কাকা বাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরে। অসুখ করেছিল, দেখ গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে, তার কান্না কিসের? তোর অসুখ করে না?

যাদ। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরে। ডাকবেন এখন, যা তুই কাছে যা দেখি।

যাদ। তুমি বাইরে যেও না, যদি আবার অসুখ করে।

সুরে। না, আর অসুখ করবে না।

(প্রফুল্লের পুনঃ প্রবেশ)

প্রফু। ঠাকুরপো, এই নাও। (মাকড়ী প্রদান)।

সুরে। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

(পত্র প্রদান)

যাদব। কাকী-মা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি অসুখ হয়?

প্রফু। না, বাবাই! আর অসুখ হবে কেন? চল, তোমে আমি দিয়ে যাই।

সুরে। যেদো, যা, তোর বাপের কাছে যা। কাঁদিস্ নি, আমি কেমন সুন্দর বেট্‌ম বল কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেলাতে নিয়ে যাব।

[যাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান।

এই যে, আমার বুদ্ধিমান্ মেজদাদা উপস্থিত; সইসের মাথায় যে বাণ্ডির কেশ দেখছি, এঁর জন্যেও মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন ক্যানেসতারা থেকে ব'র ক'রে একটু একটু খান, তখনি আমি জানি, ও এমন জলপড়া না। আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁবো না। ইস্। আমায় দেখে বামাল সামলাচ্ছেন।

(রমেশের প্রবেশ)

রমে। সুরেশ এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস্?

সুরে। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমে। কৈ সে।

সুরে। মেজ বৌদি'র হাতে দিয়েছি।

রমে। তোর হাতে কি?

সুরে। সুপারি; ও মটের ঠেঁয়ে কি না?

রমে। ও কৌনসুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরে। কৌনসুলি, না চুকু চালি?

[সুরেশের প্রস্থান।

রমে। ওরে, এদিকে আয়, ওই ওদিকে বাথ দে না।

[সইসের প্রবেশ ও বাক্স বাখিয়া প্রস্থান।

যাতে পরের অপকার, তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখরা, তার পরে বাপের বিষয় বখরা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি-শত্রু! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নবে, তা তো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই ক'রে নেবার ভাবি নি; আজই হোক্ কালই হোক্, খটগেজ সই ক'রে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেষ্টারি—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়; ছুড়তে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে; একবার দাদার কাছে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর।

যোগেশ ও জ্ঞানদা।

জ্ঞান। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগে। ডাক্‌বো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে; এই সর্ব্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি!

জ্ঞান। ও আর মনে করো না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না।

যোগে। আবার!

জ্ঞান। একবার যাদবকে ডাক।

যোগে। যাদব। এদিকে এস।

(যাদবের প্রবেশ)

কাঁদছ কেন? কৈন না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদ। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগে। অসুখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদ। আর অসুখ কর্‌বে না বাবা?

যোগে। না, আর অসুখ কর্‌বে না; আবার কাঁদ্‌ছ?

যাদ। বাবা, আর অসুখ করো না; মা কাঁদ্‌বে, ঠাকুরমা কাঁদ্‌বে, কাকীমা কাঁদ্‌বে।

যোগে। না, আর অসুখ কর্‌বে না, তুমি ঠাকুরমার কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদ। না বাবা, আমি গল্প শুন্‌বো না, তোমার কাছে বস্‌বো।

জ্ঞান। না না, গল্প শুন্ গে, ও ঘুমুগে। হ্যাঁ গা, খানকতক রুটী গ'ড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, তাতে হাতে করেছ—

যোগে। না না, পোড়ার মুখে আজ আর কিছু উঠবে না।

জ্ঞান। তবে শোওগে।

যোগে। এই যাই, রমেশকে ডাকতে পাঠিয়েছি, একটা কথা ব'লে শুই গে।

জ্ঞান। আয় যাদব, আয় বাবি আয়।

যাদব। হ্যাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞান। আর অসুখ করবে কেন ?

[যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগে। এক দিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল! মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এই চলাচলি করলুম, তবু মনে হচ্ছে, একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এই সর্ব্বনাশটা হয়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন, শেষটা কি দেনদার হব! মা'র ছেলে তো পথে বসলোই। উঃ! ইচ্ছা হচ্ছে, আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!

(রমেশের প্রবেশ)

ভাই সব শুনেছ ?

রমে। আজ্ঞা, শুনলুম বৈ কি।

যোগে। চলাচলি করেছি, শুনেছ ?

রমে। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খবর শুনে লোক জলে ঝাঁপ দেয়; আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে একটা হ্যাঙ্গামা হ'ত।

যোগে। আর ভাল করেছি ছাই! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ীশুদ্ধ কান্নাকাটি, শ্বশুর মুখ উঠিয়েছেন।

রমে। না না, আপনি বুঝছেন না, সজ্ঞানে থাকলে একটা হ্যাঙ্গামা হ'তে পারতো।

যোগে। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি? কারবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীদের দেনা প্রায় দেড় লাখ টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয়, আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল লাগিয়ে দিই।

রমে। মা একটা কথা বলছিলেন—বল্লেন, এখন বেচলে কি দাম হবে—আধা দরে যাবে! তিনি বলছিলেন, বোয়ের নামে করলে হয় না? তার পর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগে। ছিঃ! তিনি যে মেয়েমানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন! লোকের কাছে জোচ্চোর হব? সুনাম থাকলে খেটে খাবার পাবো। আর চলুক আর নাই চলুক, আমায় বিশ্বাস ক'রে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব?

রমে। তা তো বটেই—তা বটেই, তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ হবে না।

যোগে। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই অবস্থা, তোমরা সব আপনারা ধ'রে ব'সে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেবো। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের। তাদের যেমন ইচ্ছা, তাই হবে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে বলতে পারি, কখন প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক, তারা কখন ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল, দেখছো না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতিলাভ কত্তে পারে না। লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি; সে বিশ্বাস কখনও ভাঙবো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সে-ও ভাল।

রমে। আমিও তাই বলি, তবে মা বলছেন, এই জন্যই শোনালুম।

যোগে। মা বলুন, যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন, তিনি মা-ই হোন আর বাপ-ই হোন, তাঁর কথা শুনতে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমে। কাল সকালে ডাকব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাউঠো হয়েছে, ব্রাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ঔষধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাকলেন, চ'লে এসেছি।

যোগে। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমে। সে ডাক্তার না কি একটু ব্রাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগে। তবে ডিস্পেন্সারীতে লিখে দাও।

রমে। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, ওর ভাপ দেবার জন্যে একটা এনেছিলুম; আমি দিয়ে আসি গে।

যোগে। শীগ্‌গির এস, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি; যা হয় একটা রাত্রেই শেষ করবো।

[রমেশের প্রস্থান।

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে, মন না মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্কিল।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমে। দাদা, এইটুকু দিই? না, আর একটু ঢালব?

যোগে। বেশী না হয়।

রমে। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খবর দিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আসবে, আজ হিসাব-পত্র মিলুচ্ছে, সকলে তো আসতে পারবে না।

যোগে। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

[রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান।

(যাদবের পুনঃ প্রবেশ)

কি রে যাদব, আবার এলি যে?

যাদব। বাবা, ঠাকুরমা কাঁদছে।

যোগে। কেন রে?

যাদ। ছোট কাকা বাবু চোর হয়েছে, কাকীমার মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগে। সে কি! এ আবার কি সর্ব্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল! আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না, চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল!

যাদ। বাবা, তুমি কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে।

যোগে। করুক, আমার কি? আর কোন কথার তয় করবো না, যা হয় হোক; আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী। যখন কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ করবো না; আজ থেকে তোমার দাস। (মদ্যপান)

যাদ। বাবা, কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে, তুমি অমন করো না?

যোগে। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি! বিস্মৃতি! আমায় বিস্মৃতি দান কর।

যাদ। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুরমা বলেছে, বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেও না, বাবা!

যোগে। যা, তুই যা। আজ থেকে খা ছেলে-দিলুম, যে যা বলুক, লোকনিন্দা, কিসের ভয়? (মদ্যপান)

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরে। দাদা বাবু, কি কচ্ছেন?

যোগে। কে ও সুরেশ? যা খুসি কর ভাই—আর তোমায় আমি কিছু বলবো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা করো না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কিছু না—কিছু না—ঠেকে শিখেছি! আর কি ভাবি, যা হবার হবে, ক'দিন ভাববো? সব দিক ফাঁক। খালি জমাট নেশা চলুক!

সুরেশ। ও মা! শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে!

যোগে। মাকে ডাকছিস্? ডাক্, কিছু ভয় করি নি, আর মাকে ভয় করি নি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি? কিছু ভয় নেই, বস্! যা, আংটীটে নিয়ে যা, দু'বোতল মদ নিয়ে আয়! এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্!

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্ব্বনাশ কচ্ছো?

যোগে। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? কেড়ে নে না।

যোগে। খবরদার,—মার ডাণ্ডা!

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্ব্বনাশ করে দেখ।

রমে। মা তুমি স'রে যাও—স'রে যাও, যত মানা করবে, তত বাড়াবে, মাতালের দশাই ওই!

যোগে। বাড়াবই তো! ভয় কিসের? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি, লোকনিন্দে? বড় বয়েই গেল।

রমে। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। যাদবকে নিয়ে যা।

সুরে। আয় যাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

রমে। মা, চেঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাসছে।

সুরে। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন।

রমে। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

[সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

দাদা তুমি তো খুব খেতে পার?

যোগে। হাঁ বিশ বোতল খাব। যা, আর দু'বোতল নিয়ে আয়।

রমে। খেয়ে ঠিক থাক তবে তো—

যোগে। ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্চে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হই নি।

রমে। হয়েছ বৈ কি।

যোগে। চোপ্‌রাও!

রমে। চোপরাও, কৈ লেখ দেখি?

যোগে। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমে। অমন লেখা না, ঠিক সই ক'র্ত্তে পার তবে—

(রমেশের কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান—সই করিয়া)

বাঃ বাঃ! কেমন জবর সই হয়া! শুধু সই? সই-মোহর করে দিই আন।

রমে। কই দাও।

(যোগেশের মোহর লইয়া মোহর করণ)

রমে। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্টী করি কি ক'রে? দেখা যাক্।

যোগে। কি—কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ; আমি বুঝতে পেরেছি। যা খুসি কর, আমায় মদ দাও।

(উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ)

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না।

রমে। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

[রমেশের প্রস্থান।

যোগেশ। মা, তুমি দাদা বলে এসেছ। আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে বিশ বৎসর খেটে মরলুম কেন? কি কাজ কল্লুম? তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাটলে, তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, সে বাঁদির অধম হয়ে সংসার কচ্চে, তার কি কল্লুম? একটা ছেলে, তার ছিরে কি রাখলুম? ভাইটে চোর হ'লো, তার কি কল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই ক'রে নিয়ে গেল। কে জানে, কিসে—চেষ্টা ক'রে তো এই কল্লুম। মনে কচ্ছো মাতলামো কচ্ছি? না মনের দুঃখে, বলতে বলতে আগুন জ'লে উঠে; জল দিই। (মদ্যপান) মা তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে!

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। ও মা কোথায় যাস্, ও বাবা—কোথায় যাস্। ও সুরেশ, তোর দাদাকে দেখ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর চক।

ব্যাঙ্কের দারওয়ান ও রমেশ।

দাও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা?

রমে। তাঁর ভারি অসুখ! তিনি শুয়ে আছেন।

দাও। ডাকুন, ডাকুন, শুনলে অসুখ ভাল হয়ে যাবে, আই ব্রিং গুড নিউস্।

রমে। ডাকবার যো নেই। কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, কোনরকম একসাইটমেণ্ট না হয়।

দাও। বটে, তা হতেই তো পারে, বড্ড শকটা লেগেছে। তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা ডেস্‌পেয়ার হবেন না, কালকে লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম এজেণ্টের কাছে এসেছে,—দি ব্যাঙ্ক যে রিকভার, বোধ করি, দিন পোনেরোর ভিতর ফের পেমেণ্ট আরম্ভ হবে, কেউ এ খবর জানে না; সেক্রেটারি আর আপনি এই জানলেন, আপনার দাদা আমার ইণ্টিমেট ফ্রেণ্ড, তাঁর মাইণ্ডটা কতকটা রিলিফ করবার জন্যে এসেছিলাম।

রমে। এ খপর তো তাঁকে এখন দিতে পারবো না, বেশী একসাইটমেণ্ট হবে, তাঁর হার্ট এফেক্ট করেছে কি না।

দাও। নেভার মাইণ্ড। আপনি জেনে থাকুন, দিন পনোরো না দেখে কিছু নূতন এরেঞ্জমেণ্ট করবেন

না। ইটিজ অল্‌মোষ্ট শার্টেন দ্যাট উই উইল রিকভার।

রমে। থ্যাঙ্ক উই মাচ ওয়াইজড ফর ইওর ইন্‌ফরমেশন।

দাও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে, চললুম, গুড্‌ মর্ণিং।

[দাওয়ানের প্রস্থান।

রমে। গুড্‌ মর্ণিং! ইস্‌! আজ না রেজেষ্টারী ক'রে নিতে পাল্লে তো নয়। দাদার সঙ্গে দাওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক্‌ মাটী! আজ যদি রেজেষ্টারী না কর্ত্তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি পে করে, সুরেশের ওয়ান-থার্ড শেয়ার তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায়? টের পায়, টের পাবে! আমার ওয়ান-থার্ড কে ঘুচাবে, জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামেলি। আমি মাকড়ি চুরির নালিসটে আধারে ঢিল কেলেছিলুম। দেখছি, একটা বাক্সে আসবে, ওর তৌর ওর শেয়ারটা লিখিয়ে নেবার সুবিধে হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক না দিক—নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙ্গালী—

(কাঙ্গালীর প্রবেশ)

কাঙ্গা। আমায় ডেকেছেন কেন?

রমে। দেখ, আমি মাকড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিসে জানিয়ে এসেছি। কে করেছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলি নি; তুমি এখন গিয়ে ইন্‌ফরমেশন দাও যে, অমুক পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিস সন্ধান ক'রে বার করুবে। আর সঙ্গেও সুরেশের নাম করবে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাটীতে আটক কর।

কাঙ্গা। আর ওতো মর্টগেজ ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'রে কি দরকার? মর্টগেজ হ'লে তো আর ওর ওয়ান-থার্ড শেয়ার থাকচে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখে নেবেন।

রমে। না, তবু লিখে নেওয়া ভাল।

কাঙ্গা। মর্টগেজ যদি সাজস্‌ প্রমাণ হয়?

রমে। এতো আমি আপনার নামে করি নি।

কাঙ্গা। তবে কার নামে?

রমে। তবে আর তোমায় এসাইন্‌মেণ্ট কাপি কত্তে বলেছি কি? এ সব হেফাজ মিটে যাক, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া-টোড়া পরিয়ে উদাইনজেই বই ক'রে রেজেষ্টারী ক'রে নেব।

কাঙ্গা। কার নামে মর্টগেজ কর্লেন, রেজেষ্টারী করে নেবে কে?

রমে। এটা আর বুঝতে পাল্লে না? মর্টগেজ রাখছে মুকুন্দচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ; যে হয় এক বেটা খোট্টা এক-শ' টাকা পেয়ে মকুন্দচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন, সে জন্যে ভাবি নি, যা হয় করবো; এখন আজকে রেজেষ্টারী ক'রে নিতে পাল্লে হয়। একটা ব্রাণ্ডি—পোর্টের মতন লাল রঙ ক'রে রাখবো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও ত। থাকুক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট বলে দিলে চলতে পারবে।

কাঙ্গা। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বওয়াটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মত চাল-চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিমে চ'লে যায়। তাকেই মুকুন্দচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমে। সে পরের কথা পরে, পুলিসে জানিয়ে এস গে।

কাঙ্গা। যে আজ্ঞা!

[কাঙ্গালীর প্রস্থান।

রমে। এখন পীতাম্বরে বেটাকে হাত কত্তে পাল্লে হয়।

(পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। ছি ছি ছি! কি আক্কেল! মেজ বাবু কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাকবেন, না ব্যাপারীদের সামনে বল্লেন কি না, বাবু মদ খেয়ে পড়ে আছেন।

রমে। ও সব না ব'লে কি দেনায় রাজী কত্তে পারতুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর-বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বসতো; তুমি তো বোঝ না, বোলতো টাকা দাও, নইলে জেলে দেবো, দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। তখন হত কিসে বল দেখি?

পীতা। তাই বলে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন? এ ছাইয়ের বিষয় থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি—এখন মান গেল, জোচ্চোর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজ বাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমে। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না জেনে আর নিশ্চিন্ত হচ্ছো না। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন। আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি

যাবে; আজ দেখচো এই—যে দিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সে দিন গলায় দড়ি দেবেন। মামাকে বলে—সব ছাড়লেই গেল, জোচ্চোর বলে—দেনা দিলেই ফুরালো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফিরবে না। পীতাম্বর, তা তোমায় কি বল্‌ব,—তোমার তো মায় পেটের ভাই নয়; তোমার এক চাকরী গেল, আর এক চাকরী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড কখন দেখেছ কি? এ টাকার শোকে—না কি?

পীতা। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয়টা দিলেন কেন?

রমে। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আমি আছি? আমি মর্ম্মে ম'রে গেছি! তোমায় বল্‌ছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা কোল্লে বল্‌বো, সবাই কিস্তীবন্দীতে রাজী হয়ে গিয়েছে। তুমিও বলো, হাঁ।

পীতা। আজ যেন বল্লুম, তার পর?

রমে। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজী কর্‌বো—কেন ভাবচ?

পীতা। যা ভাল হয় করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, আমার তো বোধ হয় হবে না।

রমে। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, ক'রো—দাদায় প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পাল্লে সব বজায় থাকলে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ চলাচলিটা হ'ল! তা মেজ বাবু, না হলেই হ'ত; মাতাল জেনে গেল, ভাল হ'ল না।

রমে। তুমি একটি উপকার কর, ঐ মদনা পাগ্‌লার কথা না শোনেন। ওকে দিয়ে মাকে বলাও যেন দাদাকে বলেন, রেজেষ্টারী ক'রে দিতে। একবার রেজেষ্টারীটে কত্তে পাল্লে বুঝতে পারি, ব্যাপারী ব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি বলছি, কিন্তু গিন্নী মা বল্লেও বড় বাবু রাজী হবেন না!

রমে। চেষ্টা তো কত্তে হয়!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

বড় বৌ, বড় বৌ!

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞান। কি গা?

রমে। এই দিকে এস না।

জ্ঞান। কি বল্‌বে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমে। এখানে আর কেউ নেই, শোনো বড় বৌ, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্যও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার করবো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখছো তো! শিবতুল্য মানুষ!—টাকার শোকে মদ খেয়ে চলাচলিটা করেছেন; বলেছেন, বাড়ী বেচে দাও। কিন্তু বড় বৌ বাড়ী বেচলে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন!

জ্ঞান। তা ঠাকুরপো, আমি কি কর্‌ব বল? আমার তো ভাই, আর হাত-পা আস্‌ছে না।

রমে। না, এই সময়ে বুক বাঁধ, তুমি অমন কল্লে আমরা ভাসব।

জ্ঞান। আমি কি করবো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক্ ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হচ্চে। কাল সমস্ত রাত দুটি চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছট্‌ফটানি দেখতে,—জল দাও, বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমে। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজেষ্টারী ক'রে দিতে রাজি কত্তে পার, তা হ'লে সব দিক্ বজায় থাক্‌বে।

জ্ঞান। রেজেষ্টারী কি?

রমে। বিষয়টা বেনামী কচ্ছি; সইও করেছেন, রেজেষ্টারী ক'রে দিতে নারাজ হচ্ছেন; এ না কল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞান। দেনা শোধ হবে কি ক'রে?

রমে। র'য়ে ব'সে বন্দোবস্ত করবো। এই নূতন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ যাবে।

জ্ঞান। ও দেনা রাখতে রাজী হবে না।

রমে। উনি বল্‌ছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তার পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞান। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না।

রমে। তা শুনলে হবে কি? বাড়ী বেচলে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি—

জ্ঞান। মাকে দিয়ে বলাই, আমার বাপুকে তাড়িয়ে দেবেন।

রমে। মা থাক্বেন, তুমিও থাক্বে। যাও মাকে বুঝিয়ে বল্‌গে। দাদা উঠলে মাকে বুঝিয়ে নিয়ে যেও, আমি থাক্‌বো এখন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

নেপথ্যে। রমেশ বাবু! রমেশ বাবু!

রমে। কে হে, বাবুল? এদিকে এস।

(মঙ্গলসিংহ জমাদার ও ইন্‌স্পেক্টরের প্রবেশ)

কি? মাকড়ীর কিছু তদন্ত হ'ল?

ইনে। ওহে সর্ব্বনাশ—

ইনে। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাঁকে অ্যারেষ্ট ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখলুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি করেছে!

রমে। সে কি! সুরেশ চুরি করেছে?

ইনে। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল! কি করি বল দেখি? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডিপুটী কমিশনারের কাছে রিপোর্ট কর্‌বে।

রমে। সে কি? সুরেশ করেছে? সে পোদ্দার ব্যাটার দম।

ইনে। না হে, দম না, মঙ্গল সিংহের সামনে বলে দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিশের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বল্লে, সুরেশ বাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশ বাবু না বল্লে যখনি বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনি ধত্তো, ওর কৌনিকতম ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলেছে, দাদার মাকড়ি, বৌকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

মঙ্গ। হাঁ বাবু, সব সাচ হ্যায়, হাম্ শুনা।

রমে। অ্যাঁ! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! সুরেশ চোর হ'ল।

ইনে। এখন কিছু খরচ কর, রামাজ্ঞাকরা ব'লে এক ব্যাটা আছে, সে টাকাশো চার পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙ্গে চুরি করেছি। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দিই।

রমে। বল কি হাঁদুর! আমি একজন নির্দোষী লোককে সাজা দেওয়াবো? আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। [illegible] একবারে।

ইনে। তবে উপায় কি?

রমে। [illegible] কিছু জিজ্ঞাসা কর্তে পার, না জানি কর।

ইনে। সে কি হে? মেয়াদ হবে যে!

রমে। [illegible]

গড। ওহো! হো হো!

জমা। বাবু [illegible] যাই।

ইনে। সেত তা! তবে রমেশ বাবু চলুন।

রমে। আর কি বল্‌বো! [illegible]

জমা। বাবু, শালা বদ্‌মাস হ্যায়।

[ইন্‌স্পেক্টার ইত্যাদির এক দিকে ও অপর দিকে রমেশের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর।

জ্ঞানদা ও যোগেশ।

জ্ঞান। অসুখ করেছে—শোবে এস না, উঠলে কেন।

(রমেশের প্রবেশ)

রমে। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জ্বরভাব হয়েছে নাকি?

যোগে। কে জানে ভাই, ঘামও হচ্ছে, শীতও কচ্চে।

রমে। সে কি? আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগে। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল?

রমে। আজ্ঞে সব খবর ভাল—আমি এসে বল্‌ছি। ঘামও হচ্ছে, শীতও কচ্চে—এ কি?

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। বড় বৌ কাছে এস; আমার যেন ভয় কচ্চে, যেন কে আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞান। ওমা! সে কি গো?

যোগে। চট্ করে—না কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি! এখনও কি নেশা রয়েছে? মাথা টলছে, বুকটাও ধড়ফড় কচ্চে। বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গামা ক'রেছিলুম? কিছু মনে নেই।

জ্ঞান। না কিছু করনি, তুমি শোবে এস।

যোগে। না, চোখ বুজলে ভয় হয়, আমি বসে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে। শরীর ঝিমুচ্ছে—

নেপথ্যে। বড় বৌ, সরে যাও, ডাক্তার বাবু যাচ্ছেন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

(কাঙ্গালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ)

যোগে। ও বাবা! একে!

রমে। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হচ্ছে—শীতও কচ্চে।

কাঙ্গা। ইনি কি এলকোহল ব্যবহার ক'রে থাকেন?

রমে। আজ্ঞা, একটু হয়েছিল!

কাঙ্গা। তারিব রি-একশান, আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে দি ক'রে গিয়ে পড়লেন, আমি মনে করলুম, এপোপ্লেক্সি হয়েছে, কি, কি হয়েছে, একটু মাইল্ড ডোজে খেতে দিন।

যোগে। না মদ আর ছোঁব না।

কাঙ্গা। হাঁ, তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ কত্তে হবে বৈ কি; রমেশ বাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-একসানটা বড় বেশী হয়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় কচ্চে কি?

যোগে। আজ্ঞা, শরীরটে কেমন যেন ছমছমে হয়েছে।

কাঙ্গা। হাঁ, কোলাপ্স আনতে পারে। এক কাজ করুন, টোয়েন্টি আউন্স পোর্ট, আর থ্রি, গ্রেণ কুইনাইন, সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু দিন। বড্ড রি-একসানটা হয়েছে। ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর এলকোহল না ছোঁন;—

রমে। তা ওষুধটা আপনার ওখান থেকেই পাঠিয়ে দিন্।

কাঙ্গা। আচ্ছা আপনার লোক পাঠিয়ে দিন্।

রমে। আসুন।

[রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান।

যোগে। একটু পোর্ট খেলে কোন দোষ, উপবাস বে। গা-গতর যেন ভেঙে ভেঙেছে! এক ডোস খেয়ে শুয়ে পড়বো। মাসুনটা বিজ্ঞ, ঠিক ধরেছে।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞান। হাঁ গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল?

যোগে। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞান। কোন ভয় নেই তো?

যোগে। না।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমে। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডাওয়াটার দিয়ে খান, দু ডোস্ হবে, তার পর পাঠিয়ে দিচ্ছে।

(জ্ঞানদার প্রতি সঙ্কেতে) বড় বউ, মাকে এই বেলা ডেকে আন।

যোগে। কি বলছো?

রমে। বলছি, ভয় নেই।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগে। হাঁ হে, এ ব্রাণ্ডির গন্ধ যে?

রমে। এখানকার ঐ বেষ্ট পোর্ট। দেখছেন না, একটু রঙেরও তফাৎ। এডভোকেট জেনারেলের জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এইটুকু আছে।

যোগে। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু টেমিজিরেট রিলিভ বোধ হচ্ছে, টেষ্টও ব্রাণ্ডীর মতন।

রমে। ব্রাণ্ডীর ও রকম রঙ হয় কি?

(জনৈক চাকরের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান)

যোগে। কি রকম খেতে বলেছে?

রমে। মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন ঠিক এক রকম রং, এই এখন চলিত হয়েছে।

যোগে। ব্যাপারীদের কি হলো?

রমে। আজ সে কথা থাক্, আপনার শরীর অসুখ।

যোগে। না, সে কথা না শুনলে আমার আরও অসুখ বাড়বে।

রমে। ব্যাপারীদের কথা তো টাকা চায়। আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগে। আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে দিতে হবে, একটা সভার কাজ!

(জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

রমে। বৌ, দাদা বল্‌ছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচলে তিন গুণ দর হ'ত, তাই কি খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো; তা ওর সামগ্রী উনি বেচতে চাচ্ছেন, তা আমি কি বলবো বল?

জ্ঞান। হাঁ গা, কেন, দু দিন আর তর নেই? সব তাড়াতাড়ি, মাও গুষ্টীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছা, দু'রে ব'লে বেচা। ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকবো বলো?

যোগে। মা, তুমিও ঐ কথা বল্‌ছো?

উমা। বাবা, সাধে বলচি, দুদিন বাদে যদি দর হয়, আসলটা থাকে; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে।

রমে। তা বৈকি, আমি টুএনড্ পারসেণ্টের হিসাবে দেব।

যোগে। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত?

রমে। দাদা, সাধে মত! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার আশ্রয় হব? যাদবের কি হবে? ঐ সুরেশটার কি হবে? এমন নয় যে তাদেরকে বঞ্চিত কচ্চি, দুদিন আগু আর পিছু।

যোগে। ব্যাপারীরা থাম্‌বে?

রমে। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগে। কৌশল কি? সোজায় বল, থামে আমার আপত্তি নেই, কৌশল ক'ত্তে চাই নি।

রমে। তবে মা, আমি কি কর্‌বো বল? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে বল্‌ছেন, তারা বল্‌বে, আজই বেচো; আর বেচতেই যে চাচ্ছেন, তাও কিছু এক দিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী ক'রে একটা ইন্‌জাংসন বার কত্তে পারে, তার পর তারে বোঝাও, সোঝাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিক্রী ক'রে কোর্ট থেকে আধা-কড়িতে বেচে নেবে।

যোগে। কি কৌশল কত্তে বল?

রমে। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ করেছি, সে ঠিক ঠাউরেছে। সে বলে বেনামী করুন।

যোগে। কি বেনামী? এতো জুয়াচুরি।

রমে। দাদা, জুয়াচুরি [illegible]

[illegible]

দিয়েছিল, না আপনার যোগান। এও বলুন জুয়াচুরি। আপনি বল্‌বেন, আমি রোজগার করে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে জয়েণ্ট রোজগার, দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য করেছেন: বলুন, এতদিন আমাদের খাওয়ালেন পরালেন;—বলুন, জুয়াচুরি করেছেন।

যোগে। হুঁ (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ?

রমে। ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দেন দিন; সর্ব্বস্ব যাবে, আমি প্রাণ থাক্‌তে দেখ্‌তে পার্‌বো না। ছেলে ভিখারী হবে, বৌ রাঁধুনী হবে, —মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আস্‌বে, তা আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। আমি বলছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে মর্টগেজ লিখিয়ে নিয়েছি, রেজিষ্ট্রার ডাকিয়ে আনি, আপনি বলুন দিচ্ছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ্ চুকে যাক্; পীতাম্বর যাই, এ সব দেখতেও আস্‌বো না, বল্‌তেও আস্‌বো না। দেখ দেখি মা, দু দিন তর নেই। ওর মা বল্‌ছে, স্ত্রী বল্‌ছে, পুরাণো চাকর পীতাম্বর—সে বল্‌ছে, আধা-কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচবেন, আর দেনাদার হয়ে থাক্‌বেন।

যোগে। রমেশ, রমেশ, শোন—শোন—আমি সই করেছি?

রমে। আজ্ঞে, আপনি করেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি, আমি তো বল্‌ছি।

যোগে। তবে জোচ্চোর হয়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটি রাখ, আমি তোরে গর্ভে ধরেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথাটি রাখ। রমেশ যা বল্‌ছে, শোনো, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ; যখন বাড়ী বেচে যাবে, তখন কি আর তোমার তুমি থাক্‌বে? তুমি জান, আমি গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলছি, তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ-ই দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমে। মা, ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ? তা হলে তো বুঝতুম, মোট ব'য়ে সংসার চালাতুম।

যোগে। মর্টগেজ কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ?

রমে। দেখিয়েছি, না দেখালে আর খাতক ইনজাংসন এসে পড়তো।

যোগে। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ

ভাই, একটা কথা আছে, "বিষম সমিস্থে" তার মানে বুঝতুম না—আজ বুঝলুম, আমার "বিষম সমিস্থে।" মার অনুরোধ, স্ত্রীর অনুরোধ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স'ক! সুনাম রটতে দেরী হয় না। মাতাল নাম রটেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজলো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে; আজও স'ক। বড় বৌ, খুব তোমার বোধ এসে দাঁড়িয়েছে—স্ফুর্তি করে বিষয় রাখবে। বেশ ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজেষ্টারী করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, চল শুভস্য শীঘ্রং। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও, কি বলতে হবে। মা, তোমার মা ওষুধ দিয়ে ছেলে ভুলিয়েছিল? দেখ ওষুধ দিয়েছিলে।—একটি মাতাল, একটি জোচ্চোর, একটি চোর!

রমে। দাদা মশাই, কি বলচেন?

যোগে। আর 'দাদা মশাই' না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছি নি, রেজিষ্টারী দেব ভয় নেই। বড় বৌ আগে বলেছিলুম, বিষয়ের নিশ্চিন্ত হও, তার দেরী ছিল; কিন্তু তোমরা কাজে আমায় নিশ্চিন্ত কল্লে।

জ্ঞান। অমন কচ্ছো কেন? তোমার মত হয়, সেই হ'ক।

যোগে। আর পোড়া বেচা আমার কথা কেন? সুনাম খুইয়েছি। সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার বস্তু হারিয়েছি—বিধিবিপাকে দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরশ-মণি সুনাম ছিল, সেই পরশ-মণি যাতে ঠেকেছে, সোনা হয়েছে—সে বস্তু আর আমার নেই। চল রমেশ, তবে তোদের হও।

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক।

জ্ঞান। ঠাকুরপো, ও যখন অমন কচ্চে—

রমে। মা, ছেলেটির মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হচ্ছো না, বেচে কিনে দিয়ে গঙ্গায় দড়ি দিক, এই তোমার ইচ্ছে? যাও, তোমাদের কথা আমি শুনিনি, ছেলেকে আমি ভাসিয়ে দিতে পারবো না। আমি দৈব দৈব বলে বারণ করেছিলুম, দাদা, ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুনলেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধিশুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুনতে হবে? কত দুঃখে রোজগার হয়, তা কেউ জানে না? তা হ'লে বুঝতে মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে। এই ডাক্তার বলে গেল কি, রমেশ বাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হতে পারে। সর্ব্বস্ব খোয়াবেন, আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস নি—রাগ করিস নি।

জ্ঞান। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমে। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচজন হাসবে, তা হ'লে কি বাঁচবে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর বাড়ীর উঠান।

সুরেশ, শিবনাথ ও জগ।

সুরে। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো।

জগ। কেও—সুরেশ, আমি এই দিন থেকে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা! লক্ষ্মী, আপনি অপ্সরী কি কিন্নরী! আ মরি মরি! চাপকানের কি বাহার হয়েছে। আবার এই যে তকমা দেখছি! বিবি, পাগড়ীটে পর, কি বাহার দেখি; সুরেশ, এ হিজড়ে বেটাকে পেলি কোথা?

সুরে। চল চল, মজা আছে, মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেকক্ষণ বসে আছে।

সুরে। শিবে, সে বেটারা পেছিয়ে পড়লো না কি?

শিব। পেছিয়ে পড়বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর খাছো দেখা দিয়েছে! কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেন্ট বার করেছ, বলিহারী যাই।

জগ। কি বলছ, পাঁঠা? আমি পাঁঠা বেঁধে রেখেছি, আমোদ করবে ব'লে গেলে—

সুরে। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা বেঁধে রেখেছ? আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে?

জগ। চোপ শুয়ার!

শিব। বাঃ, বাঃ, বুলিদার!

জগ। এ ইষ্টুপিড় কে?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ! কান ম'লে দেব।

শিব। এ কে বাবা? "দিনেতে অশ্বিনী হ'ত রেতে কামিনী।"

(ঘোমটাওয়ালীদ্বয়ের প্রবেশ)

বাবা মেয়েমানুষ দেখ! মনে করেছ, তোমরাই চেহারাবাজ, তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে।

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ করগে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজচটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্চি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস, মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরে। আরে আয় না, এর চেয়ে মজা হবে, আয়!

শিব। হাঁ রে, তুই বলিস্ কি, এর চেয়ে মজা কর! আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর কত্তে পাল্লেম না। যেন কামিখ্যের হিজড়ে ডা'ন! রূপসি, গাছ-চাপা জান?

সুরে। আয় না, আর এক চেহারা দেখবি, আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার অমনি চেহারা থাকে, তা হলে তুমি হোসেন খাঁ। সব কত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আনতে পার।

সুরে। আয়, মজা দেখবি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখতে হবে; এস হে!

প্রঃ ঘোঃ। হ্যাঁ মিত্তে, ও কি দাড়ি গোঁপ কামিয়েছে?

শিব। এই মুরব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাইনি বাবা।

[জগ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। মজারা সব মরেছে! কারুর দেখাটি নেই। তবে ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না থাকে, তা হ'লে তো ফকাগো; কাজ করে আর বাঁধন নেই।

(জনৈক দরোয়ানের প্রবেশ)

তোম্ কে হ্যায়?

দর। বাবু ঘরমে আছে?

জগ। কেন?

দর। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককো বল।

দরো। আরে এতো বড় খামিল! তোম্ নোকর হ্যায়, তোমসে ক্যা বোলে?

জগ। নোকর হ্যায় তো কি হুয়া হ্যায়? কোন্ বাবুসে কথাবার্ত্তা হ্যায়?

দরো। জগবাবুসে।

জগ। হাম লোক হচ্চি জগবাবু।

দরো। আরে! এ আওবাৎ, ক্যা চাপরাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হ্যায়, সুরেশ বাবু আয়া কি না?

দরো। আরে এতো ঠিক হুয়া, আওরাৎ তো বাবু বন গিয়া। বাঙ্গালা কা বহুৎ তামাসা, সেলাম বাবু সেলাম।

জগ। বাতকা ঠিক দিতে পারতা নেই?

দরো। হাঁ হাঁ, ওহি বাত।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিনসেকে জল্দী করকে পাহারোলা নিয়ে আসতে বল।

দরো। সেলাম বাবু সা'ব।

(দরোয়ানের প্রস্থান।

(মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবু ও ঘোমটাওয়ালীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাকতে অমন কোটরে লুকো করেছ?

জগ। তা এইখানেই ব'স—হাঁ এইখানেই ব'স। আমি আসছি, এইখানেই একটু কাজ সেরে আসছি।

শিব। দোহাই সুন্দরী! অনাথ হব—অনাথ হব!

জগ। আমি এলুম বলে।

[জগের প্রস্থান।

সুরে। মদন দাদা, এই তো সব এনে হাজির করেছি, একটা পছন্দ করে নাও।

মদ। কৈ কৈ? তা বই, তোমরা করবে না তো করবে কে? খাক হয় নাও—যাকে হয় দাও কান, বগলবন্দা, হংসপদ—

সুরে। মদন দাদা, গোটা দুই যে কর ; কি জানি, একটা যদি গোল হ'ল ?

মদ। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই—তোর যে কথায় আমার অমত নেই।

সুরে। দেখ, দাদার আপত্তি নেই।

প্রঃ ঘোঃ। আমাদের ভাগ্যি।

মদ। তবে দাদা, আজকে যে হ'লে হয় না ?

সুরে। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে—সুরে, বিদ্যাধরী আসুক, মুখ দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করবো।

মদ। ভায়া, এরা সব ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা ত বেশ্যা নয় ?

সুরে। মহাভারত ! এদের চোদ্দপুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদ। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি ; কি জান দাদা, দত্তপুকুরে একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কাটা করে তবে জাতে উঠি !

সুরে। দাদা, ক'নেদের একবার গান শোনো।

মদ। ক'নে গাইবে ?

সুরে। গাইবে না ? ওরা সব কি যেমন তেমন ক'নে ! এরা সব সদরের ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট ! গাও হে ক'নেরা গাও।

গীত।

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল ;
ডাগর নাগর সরল চু-পোড়,
বদনখানি বাদাম বিল ॥
যদি কি আঁকা বাঁকা
চেপ্টা নাকে নথের ঢাকা
আকর্ণ হাঁ, দু মেড়ে কাঁধা ;
গজে গেছে বাহার দাড়ী,
উল্টো ঠোঁটে মজার দিল ॥

সুরে। দাদা, বাহবা দিলে না ? চুপ করে কি ভাবছ ?

মদ। হাঁ দাদা, হাঁ দাদা—

শিব। কি বল্‌ছো ?

মদ। দাদা, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয় ?

শিব। রামঃ।

মদ। তাই বল্‌ছি—তাই বল্‌ছি ; কি জান, বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে যে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

(জগার প্রবেশ)

শিব। না, কাজ নেই—কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে কর।

মদ। এ কে ? এই যে সেই চাপরাসী।

শিব। সে কি ? চাপরাসী কিসের ?

মদ। তবে কি বহুরূপী ?

শিব। বহুরূপী কেন ? ক'নে দেখছো ? আ মরি মরি !

প্রঃ ঘোঃ। তোমার বরাত ভাল—বরাত ভাল !

শিব। গালে হাত দিয়ে কি দেখছো ?

মদ। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয় ; দেখছি গোঁপ টোঁপ তো কামায় নি ?

শিব। চল সুরে চল, তোর দাদার পছন্দ হবে ।

সুরে। তাই তো দেখছি, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদন। পছন্দ হবে না কেন—পছন্দ হবে না কেন ? যেমন হয় হ'লেই হ'ল—যেমন হয় হ'লেই হ'ল, কি জান, বংশরক্ষা,—বংশরক্ষা !

সুরে। এস বিদ্যাধরী, আমার দাদার বামে এস।

জগ। (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা মরেছে।

সুরে। কি বিদ্যাধরি, চুপ করে আছ যে, বর পছন্দ হচ্চে না, না কি ?

জগ। (স্বগত) আ মর !

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ ?

সুরে। দাদা, ক'নের সঙ্গে কথা কও।

মদ। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল, এখন বাসর ঘর হবে না ?

সুরে। সে কি দাদা ? আগে বে হ'ক।

মদ। হাঁ হাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরে। ক'নে পছন্দ হয়েছে তো ?

মদ। তা হয়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা !

সুরে। শিবে ! মন্তর পড়।

শিব। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম"—

সুরে। বল হরি হরিবোল !—

খেঃ বদ। উলু উলু উলু—

(কাঙ্গালীর প্রবেশ)

কাঙ্গা। জগা, সর্ব্বনাশ করেছিস্। ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্। পাহারাওয়ালা জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগ। ও মা! সে কি গো?

কাঙ্গা। এই আস্‌চে, এই সার্জ্জন আস্‌ছে।

(ইনেস্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

ইন। সুরেশবাবু, এ মাকড়ী কার?

সুরে। এ মাকড়ী মেজ বৌ'র।

ইনে। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরে। আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনে। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙ্গে?

জম। (পাহারাওয়ালাদিগের প্রতি) আরে কোম লোক খাড়া রহো।

ইনে। কি, বাক্স ভেঙে?

জম। আপ চালান দিজিয়ে, হম বেলা পাওয়ে গা। (জনান্তিকে) বাবু, এদমে কুছ মিলেগা।

সুরে। কি, বৌকে সাক্ষী দিতে হবে!

জমা। নেই তো কা পুলিশমে সব কইকো ...র দেগা!

সুরে। তবে আমি বল্‌ছি, বৌ কিছু জানে না, ...নি বাক্স ভেঙে চুরি করেছি।

জমা। কবুল দেতা?

ইনে। সুরেশবাবু, সত্যি কথা বলুন, আপনার ভাতে ভাল হবে। শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরে। সে কি ইনেস্পেক্টর বাবু! আমার প্রাণ যায়, সে-ও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিসে হাজির করবো? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন—আমার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙে চুরি করেছি।

জমা। আরে বাবু শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে।

সুরে। আমি যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব, আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই। আমার যদি ট্রান্সপোর্টেশন হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমিই কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যা কথা জানে না।

ইনে। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু আপনি জেলেদারে, বুঝতে পারেন না। আপনাদের বৌয়েতে আর আপনার মেজ-দাদাতে ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে ধরিয়ে দিচ্ছে; বলে তো, রিপোর্ট লিখে দিই,—আপনাদের বৌ আপ-নাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরে। কি! মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন? মিথ্যাকথা! আর যদিও দাদা আমায় শাসিত করবেন মনে করে থাকেন, বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যার মুখ দেখলে প্রাণ শীতল হয়, যার মিষ্টকথা শুনলে আমারও প্রাণ নরম হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, ইনে-স্পেক্টর সাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখনি, তাই ও কথা বল্লে। আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাঙ্গা। অ্যাঃ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার করে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট! এই আলপিন গাঁথা! ইনেস্পেক্টার ধর, এ চোর।

সুরে। সে কি শিবেধরি, চুপ করে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙ্গা। ধার দিলে বৈ কি? আমার জবরদস্তি? এই দেখ জমাদার সাহেব, ভাইপোকে পাঠাব বলে গালা টালা এঁটে সব ঠিক করে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে!

সুরে। শিবে, তুই ভাবিস্ নি, আমি মরেছি না, মরতে আছি! দেখছি ষড়যন্ত্রই বটে। জমাদার সাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমাদার। বাহার গিয়া, চিঠি লেকে দিয়া দেই? রেজেষ্টারী নেই কাহেকো ধরমে রাখকে দিয়া কাহে?

কাঙ্গা। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে দিয়ে-ছিলোম, রেজেষ্টারি কর্ত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিশ কিয়া, চাপলোক চালান দেতা। বোঝাবন্দ? সে চলে?

সুরে। ইনেস্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বলছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই বাড়ী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর কাছে

রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরী দাবী হয়, সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আসতে চায় নি; আমি ওর মার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, এই ভদ্রলোকের ছেলেকে খাম্‌কা খাম্‌কা অপমান করবেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝতে পাচ্ছেন, আমি সত্য বলছি কি মিথ্যা বলছি; বাবু, আপনার পায়ে ধচ্ছি, মিনতি কচ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইন্সে। কাঙ্গালী বাবু, মামলা সাজিয়েছেন বটে, টেঁকবে না!

কাঙ্গা। (জনান্তিকে) ইন্‌স্পেক্টার বাবু, ওর মার হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে নিন না। ওকে বাবুর ওর মাসীর সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন। আর নালিশ বন্ধ হতে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

ইন্সে। চল, এন্‌লোককো লে চল্‌, আওরৎ লোককো ছোড় দেও।

মদ। বাবা, আমি নই—আমি নই, আমার বে দিতে এনেছিল।

সুরে। হায়! হায়! আমি এত লোককে মজালুম, বন্ধুকে মজালুম, এই পাগলটাকে মজালুম! নরাধম নিষ্ঠুর বামুন তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজালি? ছেড়ে দিতে বল। কাঙ্গালী খুড়ো, যার জন্যে আমার উপর দাবী দাও। শিবু, ভয় করো না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বলবো।

মদ। হায়! হায়! কে কত্তে এসে মজলুম!

ইন্সে। এ আদমি কে? এরে ছেড়ে দাও।

জগ। শিবু বাবু, ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকো কুছ কন্‌ষ্টেবলকে ছুটি দেও।

শিব। যা বলেন, আমি যার টেঁকে নিয়ে দেব।

মধু। তোমরি আও, বিনোদি লেখকে হোগা।

[জগ ও কাঙ্গালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। তুই ভারি গাধা! মেয়েমানুষের কান্নাকাটির কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি কল্লি কেন?

কাঙ্গা। আরে জামিদারি, ও বড় পাজী, ওর মার হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম, হ্যাণ্ড-নোট সই ক'রে দে, তা আমায় বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চ'লে এলো।

জগ। আ মুখ্যু! আ মুখ্যু! যখন ওর মার হাতে টাকা আছে বলছিস্‌, ওকে অমনি ক'রে চটাতে হয়? দেখ দেখি, আলাপ হয়েছিল, আমারও পছন্দ করেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত কত্তে পাল্লি নি—কাজ করবি? দূর! যা; রমেশবাবুকে খপর দে গে যা, আমি রাঁধি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দরদালান।

যোগেশ ও পীতাম্বর।

পীতা। বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হয়েছে! জামীন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি নি। কি হবে, কি করি, বাবু—বাবু!

যোগে। কি, কারে ডাকছো?

পীতা। আজ্ঞে—

যোগে। আমায়? আমায় কি বলতে এসেছ? যাও, মেজ বাবুর কাছে যাও; যাও, যাও মার কাছে যাও; যাও, বড় বৌর কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা কচ্চে, তাদের কাছে যাও। আমি রেজিষ্টারী আফিসে এক কলমে বিষয়, মান, মর্য্যাদা খোয়াদের মেজ বাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই। (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞা, সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে পড়েছেন।

যোগে। আমি তো শুনেছি; এ আর বিচিত্র কি? চুরি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ী, দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান, সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য কি? আমায় আর কিছু শুনিও না; আমার কাছে কেউ এস না; আমি কিছু শুনবো না বলেই মদ খাচ্ছি; ভুলে থাকবো ব'লে মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে ব'লে মদ খাচ্ছি। আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞান-বিসর্জ্জন, এইতে যদ্দিন যায়। যখন মরবো, ইচ্ছে হয়, টেনে ফেলে দিও; যাও, তত্তদিন আর আমার কাছে এস না।

(জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধরেছে ?

যোগে। শুনেছি, আর দু'বার শুনাতে চাও, শোনাও ; বড় বৌ শুনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল, সুরেশকে ধরেছে, সুরেশকে ধরেছে, সুরেশকে ধরেছে। আমার উত্তর শুনবে ? আমি কি কর্ব্বো—আমি কি কর্ব্বো—আমি কি কর্ব্বো ! মা সে দিন ছিল, যে দিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আস্তো ; বোধ হয় খুনী আসামীও আমি জামীন হলে ছেড়ে দিত ; সে দিন ছিল, যে দিন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তো ; সে দিন ছিল, যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আমায় লোকে মানতো, মা, এ সে দিন নেই, আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব !

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ কর, আমি বুড়ো মা—আর আমায় কাঁদাস্ নি !

যোগে। তুমি মা ? জানি, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি, রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, আর তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মায়ের ঋণ শোধ দিয়েছি।

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই ? যম কি আমায় ভুলে রয়েছে ? যোগেশ, তুই এ কথা বলিস্, তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি।

যোগে। মা, তুমি মাতালের পিত্তেস্ কর ? জোচ্চোরের পিত্তেস্ কর ? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর ? এমন পিত্তেস্ রেখ না ; যাও, তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিষয় রক্ষা ক'চ্চে, সে সব দিক রক্ষা করবে। মা, বড় প্রাণ কাঁদছে, তাই একটা কথা তোমায় বলছি—মনে ক'রে দেখ, যখন আমি কাজকর্ম্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আস্তুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হত। মনে হত, আবার মাকে প্রণাম করবো, আবার মায়েদের মুখ দেখবো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবো, আবার ছেলের মুখচুম্বন করবো, সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাকতুম, আসবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ী চলতে পাচ্চে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই। এক মিনিট দেরী আমার দশ ঘণ্টা বোধ হতো। গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখতেন, উপরে উঠে মায়েদের দেখতেম, বাড়ীর ভেতর তোমাদের দেখতেম, বাড়ী আসতেম—স্বর্গে আসতেম ! আজ সেই বাড়ী আমার নরক। বাড়ী আমার না, জুয়াচুরি ক'রে এ বাড়ীতে রয়েছি। মা, আমায় চান না, বিষয় চান ; পরিবার, আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন, তাই আমায় দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ ! কি সুখের সংসার ! তবে আমায় কাকে দেখতে বল ? আমার আর থাকি কৈ ? জোচ্চোর—জোচ্চোর—জোচ্চোর ; মা, আমি জোচ্চোর ! ছি ছি ছি !

উমা। বাবা আমার তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্চ ? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, তোমারি প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেম, তুমি টাকার শোকে মদ ধল্লে, সকলে বল্লে, তুমি বাড়ী বেচলে প্রাণে মারা যাবে !

যোগে। প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতোই বা ! মা, তুমি কাঞ্চন বেচে কাচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের যত্ন করেছ। সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হতো, আমার মনে এই শান্তি থাকতো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফিরবে না, বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি।

পীতা। বাবু, আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়, আপনি বিবেচক, বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবারে ডোবাবেন না।

যোগে। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা ! সপরিবার ডোবাব না বলেই রেজেষ্টারী ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হবে, আমায় ছেড়ে দাও। মান গিয়েছে—প্রাণ গিয়েছে—বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্নাম রয়েছে !

জ্ঞান। ওগো, আমাদের সর্ব্বস্ব দুটী শিশু তোমার যা ইচ্ছে তাই কর !

যোগে। কেন, আমার গরজ কি ? ইচ্ছা হয় গঙ্গা আছে, ঝাঁপ দাও ; আগুন আছে, পুড়ে মর ; বঁটি আছে, গলায় দাও ; বিষ আছে, কিনে খাও ; আমায় কেন বল্‌ছো ; আমার উপায় আমি কচ্চি, তোমাদের উপায় তোমরা কর।

সীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হন, সব ফিরবে, সব পাবেন।

যোগে। কি ফিরবে, কি পাব? স্বীকার করি, টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচবে না; কারুর কখনও ঘুচে নি, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটি রত্ন দেন, সে রত্ন যার আছে, সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীনদরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান অপেক্ষাও পূজ্য হয়। সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

[যোগেশ ও জানদার প্রস্থান।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

সীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদবার দিন পাবেন। একটি কথা বলি শুনুন, পানায় শুনলেম, মেজ বাবু ছোট বাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন।

উমা। আঃ বল কি! রমেশ কোথায়? ডাকে ডাক।

সীতা। আমি তো তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ—খুঁজে দেখ; শিগগির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু! এ কি আবার শুনলেম?

[সীতারামের প্রস্থান।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফু। ওমা, ঠাকুরপোকে আনতে পাঠিয়ে দাও, মা—মা, শীগগির আনতে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা আর আমার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ নি।

প্রফু। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি মা, বটঠাকুরকে বলে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আনতে পাঠাও মা—আনতে পাঠাও, নইলে আমি বাঁচবো না মা, তোমার পায়ে পড়ি।

উমা। আনতে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর।

প্রফু। মা, তুমি আমার ভাঁড়িও না তোমরা পরামর্শ করেছ, ঠাকুরপোকে খালাস করবে। আমি নড়বো না। আমি এইখানে ব'সে রইলেম, আমি খাব না, কিছু না।

উমা। যাই, একবার রাজার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি। তুই আর, এখানে একলা ব'সে কি করবি।

প্রফু। না, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠবো না। আমার মাকড়ীর জন্যে ঠাকুরপোকে ধরেছে, আমি সব গহনা খুলে বাক্সয় পুরেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধ জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

(রমেশের প্রবেশ)

রমে। ওরে, তুই এখানে বসে রয়েছিস?

প্রফু। ওগো, ঠাকুরপোকে ধরেছে, তুমি শীগগির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমে। শোন্, আমি সেইখান থেকেই আসছি, কাল যদি কেউ সাহেব টাহেব জিজ্ঞেসা করতে আসে—

প্রফু। ওমা! সাহেব আসবে কি গো! আমি সাহেবের সামনে বেরুব কেমন ক'রে?

রমে। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফু। ওমা! আমি তা পারবো না।

রমে। শোন্, ন্যাকামো করিস এখন। তোকে জিজ্ঞাসা করবে যে, সুরেশকে মাকড়ী তুমি দিয়েছিলে, তুই বলিস—না, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছে।

প্রফু। না, তা তো না, আমি মাকড়ী আনতে দিয়েছিলুম।

রমে। তুই বলবি, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছিল।

প্রফু। কি ক'রে বলবো?

রমে। কি ক'রে বলবি কি? যেমন ক'রে কথা কচ্ছিস, তেমনি করে বলবি। এই কথা বলতে আর পারবি নি?

প্রফু। না, আমি তা পারবো না।

রমে। পারবি নি? তবে তোকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফু। আমি যাকে ডাকি, আমি যার কাছে যাই।

রমে। শোন্, শোন্, তুই এ কথা না বল্লে সুরেশের মেয়াদ হয়ে যাবে। মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুনলে, সাহেব বড় রাগ করবে, সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফু। ওগো, তুমি আমার সব গহনা নিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার বড় প্রাণ

কেমন কচ্চে, আমি মিছে কথা বলতে পারবো না—ঠাকুরুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।

রমে। তবে সুরেশ জেলে যাক।

প্রফু। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমে। আমার কথা শুনবি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোরে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুনতে হয়।

প্রফু। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমে। খবরদার! কেটে ফেলবো! দূর ক'রে দেব! শোন, যা শিখিয়ে দিলুম বলিস্, বলবি তো বলবি, নইলে আর তোর মুখ দেখ্‌বো না।

প্রফু। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদ। ও কাকাবাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধরিয়ে দিয়েছ? ও কাকাবাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমে। চোপ!

যাদ। না কাকাবাবু, আর বলবো না, কাকাবাবু, ঘাট হয়েছে কাকাবাবু, ও কাকিমা, তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আনতে বল না?

রমে। বেরো, এখান থেকে বেরো।

যাদ। যাচ্চি কাকা বাবু, যাচ্চি।

[যাদব ও প্রফুল্লের প্রস্থান।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। ভ্যালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর জেল করেছিল?—কি অবিচার! কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীতে শ্মশান কত্তে পাত্তে; সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্তে ভেবো না,—আমি মদ খেয়েই থাকবো!

রমে। কি মাতলামি কচ্চো।

যোগে। সাবাস্! সাবাস্! উকীল কি চিজ! ও দেখি না, দেখি না, শুভকর্ম্মে বিলম্ব না; যেদোর গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চাঁদসুন্দরী কর! আর মা আমার মরণত্তা!—একটি মাতাল, একটি উকীল, একটি চোর।

রমে। মাতালখোর আর জায়গা পেলে না?

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। যেদো, ধর্, ধর্, তোর কাকা বাবুকে ধর্।

[যোগেশের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর সম্মুখ।

মদন ঘোষ।

মদ। বরাত! বরাত! ক'নে জুটেছিল, সবই হয়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না, বরাত! বরাত! আর কি করবো, দিন দিন যৌবনটা বয়ে গেল, কি করবো, বরাত! বরাত! ও বাবা, আবার পাহারাওয়ালা আসে রে! আমি না—আমি না—

(জগ ও কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ)

জগ। কি বর, আমায় চিনতে পাচ্চো না, অমন কচ্চো কেন? আমি যে ক'নে।

মদ। তুমি ক'নে না পাহারাওয়ালা? তোমার সঙ্গে কে, ওটিও কি ক'নে?

জগ। ও ক'নে কেন? ও পুরুষমানুষ, ও আমার—

মদ। ওকি তোমার বড় দিদি?

জগ। হাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদ। হাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী, তোমাদের মেয়ে মদ্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন? শোন না,—

মদ। তবে যে তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন? আমার মাসতুতো ভাই।

মদ। মেসো, না বোনপো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব।

মদ। না, যেও না—যেও না, কি জান, বংশরক্ষা—কি জান, বংশরক্ষা।

কাঙ্গা। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা বলছে, শোন না।

মদ। হাঁ—হাঁ, পিণ্ডির জল—পিণ্ডির জল! বংশরক্ষা,—বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি ক'নে চাও, একটি কথা বলতে হবে; এই কথা, তুমি ঘরে ছিলে, তুমি দেখেচ যে চিঠি ছিঁড়ে নোট বার ক'রে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করবে, তুমি বলবে যে, চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদ। ও বাবা, সাহেব!

জগ। হাঁ—হাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আসবে।

মদ। ও বাবা! আমি না—আমি না।

জগ। শোন না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্চো কেন?

মদ। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না—আমি না।

[মদন ঘোষের প্রস্থান।

কাঙ্গা। জগা, তোর যেমন বিছে, পাগলার কাছে এসেছিস্ সাক্ষী কত্তে, দেখ দেখি কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সাম্‌নে তোরে ক'নে বল্লে।

জগা। তোর মতন গাধা শূওর আর জন্মায় না; যদি পাগলাটাকে দে বলাতে পারতুম, তা হলে ম্যাজিষ্টারের কত বিশ্বাস জন্মাত বল দেখিন?

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। কে বাবা তোমরা যুগলে, তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্ট-দেবতা? যাও কেন—যাও কেন, যদি কৃপা করে দর্শন দিলে, প্রাণ ঠাণ্ডা করে যাও! যেও না—যেও না, যেলোকে এনে দিচ্ছি, আছড়ে মার।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পুলিস-কোর্ট।

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রিটার, উকীলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার, পীতাম্বর, জমাদার, কনষ্টেবলগণ ও কোর্ট-ইনেস্পেক্টার ইত্যাদি।

পাহা। এই চোপরাও! চোপ!

ইং। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী।

পাহী। সুককাল গুই আনা'ব! শিবনাথী বেওয়া আসাম।

প্র-উ। আই এপিয়ার ফর্ দি প্রিজনার।

দ্বি-উ। আই ফর দি সেকেণ্ড প্রিজনার।

তৃ-উ। আই এপিয়ার ফর্ শিবনাথ।

জমা। খোদাবন্দ! ধরমে বাদ্‌সা তোড়কে আসামী সুরেশ, মাকড়ী চুরি করকে অন্নদা পোদ্দারকা দোকানমে বেচা।

ইণ্টা। ব্রেকিং বক্স—ষ্টীলিং ইয়ারিং।

ম্যাজি। আই অণ্ডারষ্ট্যাণ্ড।

ইণ্টা। গাওয়া লে আও—

(রমেশের প্রবেশ)

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমে। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, যাহা বলিব, সব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইণ্টা। কি নাম।

রমে। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরে। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমার সাজা দেওয়াবেন, দেওয়ান, আমিই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ধর্ম্ম অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাক্সতে এই মাকড়ীগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে এ মাকড়ীগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলেম।

[রমেশের প্রস্থান।

পীতা। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার, আমার একটি আর্‌জী শুনতে আজ্ঞা হয়।

ম্যাজি। টোম্ কোন হ্যায়?

(ইণ্টারপ্রিণ্টার ম্যাজিষ্ট্রেটের কানে কানে কথা)

ম্যাজি। ও ইজ্ ইট? ক্যা আর্‌জী বোলো।

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ওঁর ভাজ রমেশবাবুর স্ত্রী এই মাকড়ীগুলি ওঁকে দেন, কিন্তু পাছে ওঁর ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। ইনি চুরি করেন নি, মাকড়ীগুলি ওঁকে দিয়েছিল।

ম্যাজি। আচ্ছা, বাই-জব্‌কা গাওয়া ডেও।

সুরে। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেয় নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি। আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরাণ লোক, আমার মায়ার মিথ্যাকথা বল্‌ছে। ধর্ম্ম-অবতার, আর একটি আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরীর দাবী হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দ্দোষী; আমিই মোর্ট নিয়েছিলুম।

ম্যাজি। ইয়ংম্যান, ইউ উইল বি পানিশ্‌ড ফর ইওর কনফেসন।

ইন্‌স্‌। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরে। সাজা হয় হোক্, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যখন আমার ভাই আমার মেয়াদ দেবার জন্ত মিথ্যা সাক্ষী দিলেন,—না না, মিথ্যা হলপ ক'র্ত্তে প্রস্তুত, যখন আমার এ সকল জেনে, দাদা মেজদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝতে পাচ্ছি যে, আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না, মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট ভাজ সরলা সোনার প্রতিমা! মেজদা উকীল, আমি নির্ব্বোধ, আমার দূর হওয়াই উচিত।

ইন্‌স্‌। হি [illegible] পিকিং অণ্ডার পুলিস পারস্যুয়েসন্।

ম্যাজি। নো নো, আই হ্যাব ওয়ার্নেড হিম। তুমি বাবু বলিতেছ, মিথ্যা না কহিলে টোমার সাজা হইবে।

সুরে। ধর্ম্ম অবতার! সাজা দিন, এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোরডাকাতের মধ্যে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? আমি একজন সাধুকে মজাতে ব'সেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে বসেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

ম্যাজি। সেটি চুরীর কথা কি বোলো?

জমা। ইস্কা কুচ পাওনা নেহি হায় খোদাবন্দ।

সুরে। ধর্ম্ম অবতার! এ সম্বন্ধেও আমি দোষী। যে বন্ধু আমার মুখ থেকে খাবার নেয়, তাকে আমি নীচাশয় নরাধমদের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

ম্যাজি। টোমার দোষের ভিতর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাগার হইল। মিষ্টার পিয়ারসন, আই ডিস্‌চার্জ্জ ইয়োর ক্লায়েণ্ট।

ক্লা-উ। থ্যাঙ্ক উয়োর ওয়ারসিপ।

জমা। তোম এসা বেকুব! যাও, জেলমে যাও।

শিব। জমাদার সাহেব, দাঁড়াও দাঁড়াও; আমার বন্ধুকে একবার দেখি। সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হ'লো! তুমি সদাশয় আমি জানতেম; কিন্তু যে বন্ধুর জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও আমি জানি নি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখলেম, তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুলবো না, আর যদি পারি, এ ঋণের এক কণা শোধবার চেষ্টা পাব। সুরেশ, ভাই, একবার কোল দাও; আমার কোন গুণ নাই, তোমার কিছুই ক'র্ত্তে পারবো না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই জেনো যে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয়, আমি তাই ক'র্ত্তে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটীর থাকে—আধখানি তোমারি, যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব; যদি এক মুঠো অন্ন থাকে—আধমুঠো তোমায় দেব। ভাই রে, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার ভাই-ই তোমার শত্রু; কিন্তু দাদা, আজ থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর!

পাহা। চল! চল! হুড়বড়াও মৎ।

জমা। আরে, রও—রও!

সুরে। শিবনাথ, আমার একটি অনুরোধ রেখ—আমার মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে দাও, লেখা-পড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও, আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত ক'রে চল্লেম, কুলে কলঙ্ক দিলেম; তুমি ভাই, তোমার মাকে সদ্‌গুণে সুখী কোরো; যদি কখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চলে যেও, কখন আমার ছায়া মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বারবার আমায় শোধরাবার চেষ্টা করেছেন, আমি নির্ব্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি। আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন। মেজদাকে বুঝিয়ে বোলো, তাঁর কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে মেজদার [illegible] করবে। তোমার মা যেন তাকে ভুলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠবে, [illegible] দেখবার লোক থাকবে না, পার যদি একবার সেলোকে আদর করো ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধতে পারবো না, তুমি এ অকর্ম্মণ্যের কাছে কেঁদ না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাটীর সম্মুখ।

কাঙ্গালী ও পীতাম্বর।

কাঙ্গা। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন করেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হয়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। ম'শায়ের আমার নিকট প্রয়োজন?

কাঙ্গা। আপনার বন্ধুত্ব যাজ্ঞা করি, আপনার সৌহার্দ্য জন্য আমি একান্ত স্খলিত, আপনি ভদ্র-লোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট।

পীতা। ম'শায়ের কিছু আবশ্যক আছে কি?

কাঙ্গা। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে অচলা হন।

পীতা। যে আজ্ঞা, তার পর?

কাঙ্গা। আপনি তো বহুদিন বিষয়কার্য্য ক'রে মাথার কেশ অসিত ক'ল্লেন, এখন গা'ত্তে আপনি পোস্ মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে বসতে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল-কবলিত হন, তা'র উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত কত্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদ্‌ভ্রান্ত' কল্লেন?

কাঙ্গা। আপনার আমার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ কত্তে প্রস্তুত?

পীতা। প্রস্তুত অপস্তুত পরে বলছি। আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙ্গা। উত্তম! উত্তম! আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত কচ্চি; আপনাকে আমি পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কাঙ্গা। উত্তম! উত্তম! কিন্তু পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অমনি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটি কার্য্য ক'ত্তে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কাঙ্গা। শাদা কাজ—অতি পলিস্ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হয়েছি, এই নিমিত্ত প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে পলিস্, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কাঙ্গা। বুঝবেনই তো—বুঝবেনই তো,—আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

কাঙ্গা। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হলেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করবো না, আমার কথা সর্ব্বথাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না?

কাঙ্গা। আপনি আপনার প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না, জায়গাজমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

পীতা। কথাটা তো এই, যোগেশবাবুকে ছেড়ে চলে যাই? তা হচ্চে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিস রুজু করাচ্চি। রমেশ বাবুকে বলবেন, কিছু না পারি, তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কাঙ্গা। এই কথাটি আপনি অবিভীষিকার মতন বল্লেন!

পীতা। অবিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভী-ষিকা সামনে দেখছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়?

কাঙ্গা। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতা। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতি-পালককে রক্ষা করবো, দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙ্গা। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন—'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, এখানে মতলব খাটবে না।

কাঙ্গা। মশায় মোচড় দিচ্ছেন মিছে, আর বাড়বে না; যে টাকা মকদ্দমায় পড়তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, ছশো একশো বলেন, তাতে আটক খাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজব্যাজ কচ্ছেন? উঠে যান না।

কাঙ্গা। তুমি তো নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড়?

পীতা। আরে কোত্থেকে এ বালাই এল! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও। দুর্গা! দুর্গা! [illegible]

কাঙ্গা। আচ্ছা চল্লেম, দেখে নেব, উকীলের সঙ্গে দেখেছি। শেষটা বুঝবে। সিভিল ক্রিমিনেল দুই রকম লুটে মারা যাবে।

(রমেশের প্রবেশ)

কাঙ্গা। রমেশ বাবু, ইনি বেগোড় কত্তে চান।

রমে। পীতাম্বর, তুমি কি ক'রে বেড়াচ্চ? শুনছি না কি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিস করাবে? তুমি যে মা'র চেয়ে দরদী দেখতে পাই, দাদা মদে-ভাঙ্গে সব উড়িয়ে দিক্, তার পর ছেলেটা পথে বসুক্।

পীতা। ম'শায়, যার বিষয় সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমে। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও, ওয়ারেণ্টও পাবে বৈ তো না! আমি রিসিভার এপয়েণ্ট করেছি, যেকো সাবালক হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আদালতে জানাব; আপনি খাঁটি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান।

রমে। শোন কাঙ্গালী, শোন! আমি দুর্জ্জন নাকি?

পীতা। রমেশবাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড় ভাই- যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রেছেন, তাঁরে দরোয়ান দিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে দিলেন না!

রমে। তোমার এমনি আক্কেলই বটে, বাড়ীর দেনার মাকুজালো করবেন, আর আমি কিছু বল্বো না। আর বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি? উনি ত কনভে ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার ক্রায়েণ্টের বিহাফে দখল করেছি।

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কনভে হ'য়ে গেল?

রমে। টাকা দিই নি—তুমি অমন কথা বল? তোমার নামে ডিফামেশন স্যুট হ'তে পারে। রেজেষ্টারী অফিসে মর্টগেজের কাপি দেখে এস। বরাবর হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি কর্বো।

রমে। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝো।

পীতা। আর বুঝতে চাই নি ম'শায়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার্বো না, আমিই চল্লুম।

রমে। পীতাম্বর, শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরাধম!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

কাঙ্গা। আপনি ওর এত খোসামোদ কচ্ছেন কেন? শুনছি তো আপনাদের বড়বো আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন, এখন তো আপনার দখলে সব, দখল করে বসে থাকুন, তার পর যা হয় হবে! ভাড়াটে বাড়ীর খাজনা দেবে আদায় করুন, দখলে তো থাক। আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্তি করুন; তিনি দিনরাত মদ খাচ্চেন; এক নাবালক, তার বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, সেই টাকা খরচ ক'রে, ওর ভাইকে দিয়ে ওর দেশে এক মামলা খাড়া ক'রে দিন। আমি খবর নিয়েছি, ওর ভাইয়ের ভায়েদের সঙ্গে আড়ি বিবাদ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সী জেল।

কয়েদিগণ ও মেট।

প্র, ক। কাঁদছো কেন? ছটা বছর দেখতে দেখতে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিনরাত একটু কেশ, তার পর সয়ে যাবে—আমার মত মোটা হবে।

দ্বি, ক। ওরে, ও শালার আট দিন হয়েছে।

তৃ, ক। সে শালাকে সাবায় চাটি—সে শালার মাথায় চাটি।

মেট। তুই শালা কি হাঁ করে দেখছিস? পাথর ভাঙ্গ। (প্রহার)

সুরে। উঃ মা!

মেট। হাঃ হাঃ! এখানে মাও নেই, বাবাও নেই, ভাঙ্গ শালা, ভাঙ্গ পাথর, কোনের খাঁ দে। এ কাঁড়িটি সাবাড় কত্তে হবে।

সুরে। ও ভাই, পারি নে পারি নি; হাতে ফোস্কা হয়েছে!

১ম ক। ওরে ওরে, গোপালের হাতে কোঁকা ধরেছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

২য় ক। তোর অক্কেলগুলো যদি ভেঙ্গে দিই, তুই কি দিস্?

সুরে। আমার ঠেঁতে তো কিছুই নেই, পাঁচ টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

কেরা। তুই শালা যে বল্লি, তোর ভাই আছে— তোর দাদা আছে, সব থেকে টাকা আনা না, যোগাড় ক'রে কোম্পানীর কাছে দে না।

সুরে। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব?

কেরা। তার যোগাড় কচ্চি। আমায় সোনেটা টাকা দিবি, তার পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে থাকিস, আর টাকা ছাড়তে পারিস্, কি মজায় থাকবি, তা বুঝতে পারবি। শ্বশুরবাড়ী ত শ্বশুরবাড়ী! সব খাবি, খাবা খাবি, যা খুসী কর, আর যদি কর্তাদের ভাল ক'রে পারিস্ তাহলে আর খাটুনি থেকে বাঁচবি।

(উকীল, রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রবেশ)

রমে। এ কাঙ্গালী, তোমার উকীল আনা হয়েছে।

সুরে। মেজ দাদা, আমায় কি এমন ক'রে শাস্তি দিতে হয়? আমায় বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল!

রমে। চুপ ক'রে শোন্, তুই যদি কথা শুনিস্ তো আমি এখনই খালাস ক'রে নিয়ে যাই।

সুরে। আমায় যা বলবে শুন্বো: আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী থেকে বেরোব না।

রমে। দেখিস্, খবরদার!

সুরে। না মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টামী করবো না।

রমে। আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোরে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্-সুলির টাকা যোগাড় করতে হবে, সই কর।

(সুরেশের দস্তখত করণ)

রমে। কাঙ্গালি, তোমায় এতে সাক্ষী হতে হবে।

সুরে। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙ্গালী কেন?

রমে। সাক্ষী হবে।

সুরে। কিসের সাক্ষী? মেজো, যাদের কাঙ্গালী আছে, তাদের অবশ্যই ফুক্কুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ করি, ট্রান্সপোর্ট দেবার চেষ্টা করছো।

রমে। না না, কাঙ্গালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস্, নেই নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী করবো এখন।

সুরে। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া?

রমে। আর কিছুই না, তোর বখরা বাঁধা রেখে টাকা তুলতে হবে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপীল করবো।

সুরে। আমার বখরা কি?

রমে। তুই জানিস্ নি, দাদা আমাদের দু' ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় করেছে, ঐ বিষয়ে তোরও বখরা আছে, আমারও বখরা আছে।

সুরে। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা! মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুলছে, তোমায় কাঙ্গালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক চক্ষে দেখছি। আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি যে, তুমি আমায় খোসখেয়ালের জন্যে জেলে দাও নি, এ কষ্ট যা'র পেটের ভাই কখন দিতে পারে না; যা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুতেও দেয় না। আমি এখন ভাবছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে? বড়বৌকে কি ব'লে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে জেলে দিয়েছ। তুমি আমার ভাই নও—শত্রু! বোধ হয়, দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে পড়েছেন। তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখরা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হচ্ছে না। তুমি সত্য বল, তাদের কি হয়েছে?

রমে। সুরেশ, তুই কি পাগল হয়েছিস্? দে— দে, কাগজখানা দে।

সুরে। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুলছে—তুমি আমায় জেল থেকে খালাস করতে এস নি, আপনার কাজ করতে এসেছ, আমার বখরা লিখে নিতে এসেছ। কিন্তু মেজদা শোন—আমার তো বখরা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে প'চে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সে-ও স্বীকার—তবু যে কাঙ্গালীর বন্ধু, তাকে আমি বখরা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও কি ষড়যন্ত্র তোমার মনে আছে। পরমেশ্বর জানেন, দাদার কি সর্ব্বনাশ

তুমি করেছ ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না !

রমে। সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোন নি যে, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই ?

সুরে। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই, তোমরা কৃতী ! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজগার করি নি, আমার সইয়ে টাকা পাবে ? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী ! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি, কাঙ্গালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী ! তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এ-ই আশ্চর্য্য !

কাঙ্গা। বাবাজী, অবুঝ হয়ো না—অবুঝ হয়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্ত এসেছে।

সুরে। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আমার ভালর জন্ত পুলিসে নালিশ করেছিলেন, আমার ভালর জন্য আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্ত মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আবার ভালর জন্ত বথরা লিখে নিতে এসেছেন,—আর ভালয় কাজ নেই, আমি কাগজ ছিড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত !

রমে। তবে জেলে প'চে মর্।

সুরে। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে, জোচ্চোর জোচ্চোরের বন্ধু। জেলে জুচ্চুরি কত্তে এসেছ ? তোমার জেল হয় না কেন জান ! আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি !

রমে। আমার কথা হয়েছে, ওরে নিয়ে যাও।

[রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান।

টর। চল্ রে, চল্।

মেট। খাট না শালা, ব'সে রয়েছিস্ ?

(সুরেশকে প্রহার)

সুরে। ও মা গো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না !

(মূর্চ্ছা)

(ডাক্তারের প্রবেশ)

মেট। বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠেছে।

ডাক্তা। ইঃ ! তাই ত ! হাসপাতালে নিয়ে যাও।

[সুরেশকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

টর। থানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল্—আইন্ হো !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাটীর উঠান।

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর।

উমা। পীতাম্বর ! তুমি সত্য বল, আমার সুরেশের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি ? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়ফড় করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্ স্বপ্ন দেখি, কত কি, তোমায় কি বল্‌বো পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো ?

পীতা। গিন্নী-মা, তোমায় বোঝাতে পারেম না বাছা, আমি কত দিব্যি গেলে বল্লেম, তুমি বিশ্বাস করবে না ? পুলিস থেকে খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চ'ড়ে মার দৌড় ! আমি কত বোঝালেম যে, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বল্লে যে, না। সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ কত্তে বেরিয়ে গেল। বলে শান্তিপুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আসবে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগ্‌গির তারে নিয়ে এস। তারে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচবো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নী-মা কি বলে। আমি লোক পাঠাই নি গা ? বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি. আমার ভাইকে পাঠিয়েছি ; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে মেলা হবে, মেলা শেষ হ'লেই চ'লে আসবে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তার পর সে পোনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নির কথা, সে নেড়ানেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি ?

উমা। বাবা, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ ! মেজটা হবার পর, দশ বছর আমার ছেলে-পুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার বছর অবধি দস্তি রোগে ভুগেছিল

—মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে খাবার দিতে পাই। লোকে বলে, সুরেশ হয়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না বসলে আজও খেতে পারে না। সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দেখে আসি,—সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি, আমার বুক খালি হয়ে গিয়েছে! পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটা রাখ, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ "তারে' খবর দিচ্ছি, যদি না আসে, কাল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান্ কথাটি পড়েছে, আমার মাথা চুলকোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা, তুমি না যেতে পার, এক জন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে, তুমি এখন পূজো কর গে।

উমা। বাবা, পূজো করবো কি! পূজো করতে যাই, সুরেশকে দেখি, খেতে যেতে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে, শুতে যাই, সুরেশকে দেখি। হাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি বলছিস? হ্যাঁ বাবা, তোর চোখ ছলছল্ কচ্ছে কেন? তবে বুঝি আমার সুরেশ নাই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরতি হয়, চোখে বালি পড়েছে, চোখ ছলছল করছে—

উমা। বাবা, আমি কাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই দিন অবধি, যোগেশের সামনে যেতে পারি নি, সে আমায় দেখলে নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বোমা কথা চাপা দেয়, আমি আর জানতে পারি নি। বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলেম; কেন আমি যোগেশকে বল্লুম যে, জোচ্চুরি ক'রো না। আমার ধর্মভীরু ছেলে, লোকে জোচ্চোর বলবে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি অভাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া। যদি যোগেশ মা বলেন দুঃখে অমন হ'ক, তা হ'লে কি মেজটা সুরেশকে খেদিয়ে দিতে সাহস কত্তো? আহা, বড় বোমা যটি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে এল; সুরেশ বাছা কিছু জানে না, বলে, মা, আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব? গোবিন্দজী কেন আমায় এ মতি দিলেন? মা হয়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম খোয়াতে বল্লেম। আমি আজন্ম তামাসা ক'রেও মিথ্যাকথা বলি নি। মা হয়ে কেন কালসাপিনী হলেম? ধর্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল। আমার ধর্ম্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছি, তাই বাছা, আমি স্থির হতে পাচ্ছি নি। ভাল মন্দ যা হ'ক, একটা সত্যি কথা বল, তার কি মেয়াদ-টেয়াদ হয়েছে?

পীতা। দেখ্লে; সে দিন কালীঘাটে পূজো দিয়ে এলুম; মেয়াদ হয়েছে! মেয়াদ হ'লে কেউ পূজো দেয়? তোমার যেমন কথা,—এ নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়! তুমি রাত দিন ব্যাজ ব্যাজ করবে, কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়? এখন তো বাপু কথা হয়ে গেল, কাল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো?

পীতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। জ্বালা যন্ত্রণা! এ বুড়ী মরবে কবে গা?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি রে—মরণ হলেই বাঁচি।

পীতা। ম'রো এখন, এখন পূজো কর গে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস্।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞান। পীতাম্বর, কাঁদছো কেন?

পীতা। বড়মা গো, বুড়ীর কথা শুনলে পাষাণ ফেটে যায়! মাগীকে ধমকে ধমকে তাড়িয়ে দিলুম, খাচ্ছে দাচ্ছে তো? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না! এ দশটা দিন কি ক'রে কাটাই?

জ্ঞান। বাছা, আমি যে কি করবো, কিছু ভেবে পাই নি। একবার ভাতে হাত করেন, রাত্রে তো দু'টি চোখের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়ফড় করে, কখন নিশ্বাস পড়ে না। বুকে তেলে জলে দেই, পুরান ঘি মালিস করি। একটু স্থির হয়ে থাকলে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলানো যে, ঘুমুচ্ছেন; আবার ঘরের দোরে এসে দেখি যে নিশ্বাস ফেলছেন—কাঁদছেন।

পীতা। তাই তো বড়-মা, কি হবে? দশটা দিন কি ক'রে কাটবে। আমি ত বাপু বড় কৌন্সিলিকে কাগজপত্র দেখালেম, আপীল হবে না।

জ্ঞান। হাঁ বাবা, পাথরভাঙ্গা খোকুব করাতে পারে না?

পীতা। কৈ আর পাল্লেম? চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা কল্লুম, কিছুই তো কত্তে পাল্লেম না! দুঃখের কথা কি বল্‌বো, জমাদারের ঠেঁয়ে শুন্‌লেম, কে উকীল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকীল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজ বাবু।

জ্ঞান। সে কি! সে কি চণ্ডাল! তুমি আরও টাকা কবলাও, সে ডবকা ছেলে, পাথর ভাঙ্গলে বাঁচবে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম! আর তো টাকা হাতে নাই মা! মা গো, তুমি গহনা খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে না কি বলেছে, ঝুটো গহনা।

জ্ঞান। আমার আরও গহনা আছে, তোমায় দিচ্ছি, মেজোর ভাঁড়ের গহনা আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয়, তা নিতে হবে না, একটা খবর পাচ্ছি—

জ্ঞান। কি খবর বাবা!

পীতা। সেটা এখন পাঁচ-কাণ করবেন না, বোধ হয়, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞান। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরী করো না; যাতে পাথরভাঙ্গা মোকুব হয়, আগে কর; আমি গহনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বল্‌বো কি, তুমি পেটের ছেলের বেশী, কিন্তু তোমার সাম্‌নে আমি এক দিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে কচ্ছে, জেলদারগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হয়েছে।

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট ক'রে খেয়ে নিই।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

জ্ঞান। মেজবৌ, কি ক'রে এলি? পালিয়ে আসিস্‌ নি তো?

প্রফু। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে; বলেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞান। মা যাবে কি লো?

প্রফু। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজ সই কল্লেই হয়; ওর উপর না কি মোকদ্দমা আছে, যদি ওর কথায় মা সই করে, মা সই কত্তে বল্লেই সই করবে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আসবে। দিদি গো, তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্যে বড় মন কেমন কচ্ছে গো। ছাই খেয়ে কেন মাকড়ী দিয়েছিলেম গো!

জ্ঞান। কাঁদিস্‌ কি, কাঁদিস্‌ নি, চুপ কর, মা শুন্‌বেন।

প্রফু। মাকে বল্‌বো না?

জ্ঞান। না না, খবরদার! বলিস্‌ নি।

প্রফু। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আস্‌বে?

জ্ঞান। মা শোনে নি, তার জ্বর হয়েছে, শুনলেই ম'রে যাবে।

প্রফু। মা ম'রে যাবে! ভাগ্যিস দিদি, তোমায় বলেছিলেম, তোমায় বলতে বারণ করেছিল; না দিদি, আমায় বলেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে; আমায় ভুলিয়ে রাখতো, আজ আন্‌বো, কাল আন্‌বো; আমি কাল পরশু দু'দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস ক'রে রইলেম। আমায় বল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দেব, তবে আমি বেরিয়েছি, এখনও কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে মরবো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখতে পাইনি, তাতেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখলে আমি বাঁচবো না।

জ্ঞান। কি প্রতারণা, সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলেম, যে এক জন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাকতো, স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখতো না, সেই এসে কি জন্মেছে? এ রাক্ষস নয়।

প্রফু। ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা করো না, না কে বলেন, ওঁর নিন্দে শুন্‌তে নেই; হ্যাঁ, দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞান। তুই যাবি কাল, আমি ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

প্রফু। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়ীতে যাবে? ও আমার বাপের বাড়ী না, পাঠিয়ে দিলে আমি তোমাদের আন্‌তে যিতেম না, দেখতেম দেখি, কেমন ক'রে আন্‌তে; আমি

যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দুটো পা জড়িয়ে ব'সে থাকতেম।

জ্ঞান। আর যাব কেমন ক'রে ভাই; আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব?

প্রফু। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে বল্লে, তোমরা চ'লে এলে,—ও কি সব মিছে কথা কয়; তবে আমি ওর কথা শুনবো কেমন ক'রে? মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি ক'রে শুনবো—মিথ্যা কথা কি ক'রে শুনবো—দিদি, আমি খাব না, কিছু করবো না, আমি মরবো।

জ্ঞান। না, তুই খাবি আয়, আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফু। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন ক'রে?

জ্ঞান। ঠাকুরপো হয়, তামাসা কচ্ছিলেম।

প্রফু। হাঁ হাঁ, তাই বল। দিদি আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব তারপর খাব।

জ্ঞান। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফু। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। ও মা! বট্‌ঠাকুর আসছেন। দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দিও।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

(যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ)

যাদ। বাবা, ছোট কাকা-বাবু কখন আসবে বল না? বাবা, আমার মন কেমন কচ্চে বাবা!

যোগে। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদ। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার মশায় মারেন; ছোট কাকা বাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন আসবে?

যোগে। রাত্রে আসবে।

যাদ। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি, তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার জ্বর করে বাবা, ও বাবা, কাঁদছো কেন বাবা?

জ্ঞান। ও যেদো, তোর কাকী মা এসেছে রে।

যাদ। ছোট কাকা বাবু?

জ্ঞান। সে রাত্রে আসবে।

যাদ। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখব মা।

জ্ঞান। তা দেখিস্, তোর কাকী-মা'র সঙ্গে যা, যা।

যাদ। কাকী-মা, কাকী-মা—

[যাদবের প্রস্থান।

যোগে। মেজ বৌমা এসেছেন?

জ্ঞান। হাঁ, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন। মৎলব করেছেন, মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেঁয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগে। এই কথা বলতে এসেছেন, ওঁকে কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে তয়ের করেছে না কি?

জ্ঞান। রাম! রাম! এমন কথা মুখে আন? চাঁদে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নাই, ঠাকুরপোর জন্য ও তিন দিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে, ঠাকুরপো আসবে—আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলতে এসেছে।

যোগে। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞান। ছি! অমন কথা মুখে আন? আবার সকালে সুরু করেছ না কি?

যোগে। উঃ! সব ভুলতে পাচ্ছি, সুরেশটাকে ভুলতে পাচ্ছি নি।

জ্ঞান। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগে। কি উপায় করবো? আমা হ'তে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক্।

জ্ঞান। ছি ছি! কি হ'লে?

যোগে। কি হয়েছি, আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞান। ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখ।

ব্যাপারিদ্বয়।

প্র, ব্যা। এমন মানুষটা এমন হয়ে গেল?

দ্বি, ব্যা। মশায়, টাকার শোক বড় শোক, পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

প্র, ব্যা। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা বল্লে সত্যিই—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে? না আমাদের ঠকাবার জন্য দাখল ক'রে এইটে কচ্ছে?

দ্বি, ব্যা। কি বলবো মশায়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্য কাজ নাই। রমেশ বাবু কাল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে নিতে; আমায় কি না সর্ব্বেশ্বর পাবর্থী পেয়েছেন? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেলবো? ব্যাঙ্ক ফেলবে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে, ফচ্‌কে মতলবটা দেখ? সাজস্—সাজস্।

প্র; ব্যা। শুনেছি, যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্বি, ব্যা। সে-ও সাজস।

(ব্যাঙ্কের দাওয়ানের প্রবেশ)

দাও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

প্র, ব্যা। আর মশায়, যে হজুকি দেখিয়েছিলেন।

দাও। আর ভয় নেই হে—আর ভয় নেই।

দ্বি, ব্যা। আর ভয় নেই! বল্লেই হলো—না, বাতি জ্বালালেই হ'ল।

প্র, ব্যা। মশায়, আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ, শুনছি না কি রমেশ বাবু সব ফাঁকি দে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন; এ সাজস, না সত্যি?

দাও। সাজস না, সত্য, রমেশটা ভারী জোচ্চোর।

দ্বি, ব্যা। কি ক'রে জানলেন মশায়?

দাও। আমি তার পরদিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই যে, ব্যাঙ্ক পেমেণ্ট করবে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত ক'র না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা করতে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

দ্বি, ব্যা। মদ খাইয়ে বেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারী হল কি ক'রে? ঠকানও বটে, সাজসও বটে, উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী কত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর ইনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন, মৎলব করেচেন।

[ব্যাপারিগণ ও দাওয়ানের প্রস্থান।

(যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুধু একবার ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেভিট ক'রে আসবেন চলুন। আমি বলছি ডাক্তার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আসবেন।

যোগে। ব্যাঙ্কে আবার কি করতে যাব?

পীতা। চেক বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না, একখানা চেক-বই নিয়ে আসবেন। আমাদের জানে না, আর রমেশ বাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার এডভাইস করেছিলেন, সেইটে ক্যানসেল ক'রে আসবেন। আর হাজার দুয়েক টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন, দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধা কত্তে পারি।

যোগে। কিছু সুবিধা কত্তে পারবে? তাই হ'লে আমি আর কিছু চাই নি, ছেলেটাকে ভুলতে পারি নি। পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে আমায় বৈ আর জানে না। কত মেরেছি, ধরেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা! কি দুর্ম্মতি ঘটলো! কারে বলছি, আমারই বা কি? গাড়ি আর ওখানে ব্যাপারীরা রয়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ পাড়ায়ই কি হয়েছে, একখানা গাড়ী নেই? বোধ হয়, সব এধার ওধার গিয়েছে, আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে আসছি।

(শিবনাথের প্রবেশ)

শিব। পীতাম্বর বাবু, শুনেছি না কি জেলের দু দিলে দাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি সেই শিবনাথ; যাকে মরে বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলে দোরে ফিরেছি, কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুষ দিতে পারেন।

পীতা। বাপ, তুমি চিরজীবী হও; তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখছি।

শিব। না পীতাম্বর বাবু, আপনি নিন, আমি যাঁর ঠেঙে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছে ক'রে দিয়েছেন।

[শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান

(ব্যাপারিদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

দ্বি, ব্যা। এই যে যোগেশ বাবু, লুকুবেন না—লুকুবেন না, আমরা দেখেছি, খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমনি জুচ্চুরিটে কত্তে হয়! ঘর থেকে বার দিয়ে আমরা চোর। আপনি রইলেন বাড়ীতে, জোর দিয়ে তাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের

হবেন টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি ক'রে নিই নি।

[ব্যাপারিদ্বয়ের প্রস্থান।

যোগে। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তার পাগলগুলো দিয়ে গেল। ওদেরই বা দোষ কি! জুচ্চুরি করেছি, দূর হোক আর মুখ দেখাব না, চ'লে যাই।

(একজন উন্মত্ত স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

গীত।

স্ত্রী। মা, তোর এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে,
দেখা দাও না একটি বার॥
মদ খেয়ে বেহুঁশ্ মেয়ে,
কে জানে কেমন মেয়ে,
লোকের ছেলে দেখলি নি চেয়ে,
আমিও মাতাল মনে, মা ব'লে

কি হ'বার, আপনার চাইছেন? এক পাত্র মদ খাওয়াবেন?

যোগে। যা যা, পাগল মা, দেখ কড়ি নি।

স্ত্রী। মদ খাবে? কেন বল দেখি? তোর! তোর না কি, আমি তো দেখেছি—জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি, আচ্ছা, আমি চল্লেম।

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

যোগে। কিসে যাবার! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাব না, যার যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি করবো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না, সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য পারে, কে কার জন্য বাঁচে? যে মরে মরুক, আমার আর পেছু ফেরবার দরকার নাই। যে পথে চলেছি, সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান। কিসের লজ্জা? টাকা তো সঙ্গে নেই—তা, এই যে ঘড়ী, ঘড়ীর চেন রয়েছে। (দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক) ভাই, এই ঘড়ী, ঘড়ীর চেন রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডী দাও তো, বিকেলবেলা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।

শুঁড়ী। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিস বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগে। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ী। দাও হে একটা ব্রাণ্ডী দাও। মশায় নগদ খাবার বেলা অন্য দোকানে খান, আর ধুঁকির বেলায় আমার দোকান। নিন, ভদ্রলোক চাচ্ছেন ফেরাব না, পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে।

[যোগেশের প্রস্থান।

ওরে মস্ত খদ্দেরটা, দু'পয়সার চাট কিনে দিয়ে আয়। তামাক-টামাক যা চায়, দিস।

(মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে গীত)

সাধ-সুরিণীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
মদ চাও যত পারো, পয়সা নেবে না।
চাট দিয়ে শালপাতাতে,
চাট দেবে হাতে হাতে,
ফেলনাথ, মরিয়াঘাট, গোলাম বেনামি!

(মাতাল পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। কৈ ভাই, গাড়ী তো দেখলাম না। বাবু কোথায় গেলেন, ও শুঁড়ীর দোকানে ঢুকলেন না কি? কৈ না, এখানে তো নেই, বাড়ী চ'লে গেছেন।

শুঁড়ী। মশায় যান কেন? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে।

পীতা। চুপ চুপ।
[পীতাম্বরের প্রস্থান।

প্র. মা। আয়, আবার খাই আয়, আবার খাই আয়।

দ্বি, মা। বেশ, বেশ! খুব আমোদ হবে।

(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য)

টুক্টুকে হবো মদে, এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হব গড়ী তামাক দেব সেধে,—
বাপের বেটী মুদীর মেয়ে,
ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে,
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা॥
মুদিনীর এমনি কেতা,
প'ড়ে থাক বেথা সেথা,
জমাদার পাহারাওলার নাইকো নিশানা॥

(মাতালদের পুনঃ প্রবেশ)

পীতা। কি সর্ব্বনাশ! এ ও দেখতে হ'ল? হাড়ী বাগদীদের সঙ্গে বাবু নাচ্চেন। বাবু!—বাবু! কি কচ্চেন? আসুন।

যোগে। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও। আমোদ হবে না—আমোদ হবে না!

পীতা। ওরে মটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে আসতে পারিস্?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পারবো না; মাতোয়ালা কম্বা।

পীতা। ওহে তোমরা দু'জন লোক দাও ভাই, ভদ্রলোক লোকটা বে-ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ী। ও দেখো, যা তো ওতে আর গঙ্গাতে গিয়া।

যোগে। নাচ, নাচ, নাচ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমোদ হবে না

লোক। চলুন বাবু, চলুন, খুব আমোদ ...

আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব ...

মাতালগণ। আয় আয়, বাবু ডাক্‌ছে আয়, খুব ... মজা যাবে।

[যোগেশ ও মাতালগণের প্রস্থান।

(দোকানের মধ্য) ওহে, আর একটা ব্রাণ্ডী নিয়ে এস।

শুঁড়ী। যাচ্ছি বাবু। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাড়ীর উঠান।

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল।

জ্ঞান। মধুসূদনের ইচ্ছায় মকালজলখানি যাঁহাদের ... আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আমার কাজ কর্ম্ম দেখবেন বলছেন! যদি এই ছাই, মা যান, তা হ'লে কি উনি ... আছেন?

প্রফু। দিদি, তুমি খেতে যাও কেন দিদি?

জ্ঞান। আমি কি ... আসবে।

গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হচ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ করে, আর লোকে ছেলেপুলে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফু। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক্ না?

জ্ঞান। ও বোন, তোমার আমার কথায় কি দেবে? শুনেছি শুঁড়ী পোদ্দারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়বে বোন?

প্রফু। হ্যাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না।

জ্ঞান। পাগল, কত টাকা দেব বোন?

প্রফু। কেন দিদি, তুমি বল তো গহনা বেচে দিই, একশো দু'শো টাকায় হবে না?

(জগৎ প্রবেশ)

জগ। কি গো মায়েরা, কি হচ্ছে গো?

প্রফু। তুমি কে গা?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা! বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!

প্রফু। ও দিদি, কে এয়েছে দেখ গো, ও দিদি, কে গো?

জ্ঞান। কে গা তুমি? তোমার কেমন আক্কেল গা? পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতর এসেছ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সে কি বাছা, আমি যে তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞান। হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কে গা?

জগ। আমার বাছা বাড়ী নেই শুনে। বাছা, তোমাদের সোনার সংসার ছারখার গেল—তাই দেখতে এলুম। বলি, মা'রা কেমন আছেন? বাবা কেমন আছেন?

প্রফু। ও দিদি, এ জ্ঞান, তুমি স'রে এস।

জ্ঞান। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এলেছি, অমন ক'রে বিদায় করতে আছে কি? আহা! সুরেশ আমায় জানতো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আবদার কর্তো। আহা! বাছা আমার কোথায় রইলো!

জ্ঞান। ও বাছা, চুপ কর, চুপ কর, ঠাকুরপো ... শুনবেন।

জগ। চুপ কর্‌বো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে; অমন ছেলে, তার কপালে এই হ'লো?

জ্ঞান। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফু। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হাঁ বাছা, সুরেশের কি হ'লো? বাছাকে আদালতে পাঠালে না? তোমরা পেটে খেয়ে দিব্যি কেমন র'য়েছ? বাছা জেলে রয়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত র'য়েছ?

জ্ঞান। বলেছি বাছা, তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কেমন মানুষ?

জগ। আচ্ছা! [illegible]

জ্ঞান। বেরোবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে! ঝি, ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে তো!

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। কি গো মেয়ে, কি বড় গোল?

জগ। কে দিদি? আমায় চিনতে পারবে না, সুরেশ আমার [illegible] বল্‌তো।

জ্ঞান। [illegible] বল্‌বো, [illegible]! ঝি মাগী [illegible] দিচ্ছে না গা?

উমা। [illegible] বল্‌তে নাই, [illegible] এস, মেজ-বৌমা [illegible]

প্রফু। ও মা, ও বোন, ওকে তাড়িয়ে দাও না।

উমা। [illegible] দিদি, এস।

জগ। [illegible] দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে,—তোমাদের [illegible] কি হবে জেনে।

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্দজীর ইচ্ছা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম, ফিরিফিরি বলতুম।

জ্ঞান। (জনান্তিকে) [illegible] বাছা, আমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি তাদের কথা বলি? আমি আর একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম। [illegible] সঙ্গে দেনা-পাওনা আছে, তাই বল্‌তে এসেছিলুম। দিদি, শুনছ, একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হয়েছো।

উমা। আর কোন, আমাকে [illegible] আমি আছি; সুরেশকে না দেখে আমি পাগল হয়ে রয়েছি।

জগ। আহা! তা বটেই তো, কোলের ছেলে!

জ্ঞান। তুমি কি কয়?

জগ। লজ্জা নেই মা, ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি বলবো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞান। কেন গা, আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা, এস তো গা, কি বলছে শুনি।

প্রফু। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডান, তোকে খাবে।

উমা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন গা, তোমরা এস, মানুষ কি একটা বলছে, শুনে যাই।

জ্ঞান। আর মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে, হবে।

প্রফু। ও দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী ধ'রে নিয়ে যাবে।

জ্ঞান। বলছে কিছু দিচ্ছে না, মাগী যেন রাক্ষসী।

(প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে গমন)

জগ। আমি তো দিদি, বড় মুস্কিলে পড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি কত্তো, ওর চুরি কত্তো; আমি কি করবো, চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতেম; এই ক'রে প্রায় পাঁচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। সে কি গো, বল কি? সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো? বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয়। ঐ যে পিরে ব'লে একটা ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে।

উমা। তার পর? তার পর?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা ধরি নি, কিন্তু কর্তা, সে পুরুষমানুষ, বড় টাকার মায়া, আমায় ধমক ধামক ক'রে বল্লে, "টাকা কি করেছিস্‌"? আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লেম, "সুরেশকে দিয়েছি"—এই শুনে সুরেশের ঠেয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি এদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলুম, আর তো টালতে পারি নি, সে বলে নালিশ করবো। বলে, "কেন? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন?" কি কর্‌বো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

জ্ঞান। এ কথা কি হচ্ছে

প্রফুল্ল। মাগী মন্ত্র পড়ছে, ঐ দেখ না, জোঁকছুঁচো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে।

উমা। দেখ বোন, তুমি আর দিনকতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক পাই রাখবো না; যেমন ক'রে পারি, শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি, গোবিন্দজীর ইচ্ছায় শুনছি একটু হিল্লে লাগছে; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব; ওর ভায়েরা না দেয়, আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কর্ত্তা তো আর রাখতে চায় না; সে বলে 'কেন, ওর মেজ ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই কল্লেই চুকে যায়।'

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের?

জগ। কে জানে বোন, রমেশ বাবু না কি বলেছে।

উমা। না বোন, আর সই-টইয়ে কাজ নাই, আমি সব চুকিয়ে দেব, বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ করেছে। সুরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসাব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি সে কথাও বলতে এসেছি, অমন ডবকা ছেলে, এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন, চিঠি লিখেছে, পরশু দিনে আসবে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আনতে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ও মা, কিছু শোন নি? না বোন, বলবো না, আমায় বৌমায়েরা বারণ করেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। সে কি নাই? সুরেশ কি আমার নাই?

জগ। নাই কেন, বালাই! কর্ত্তা তো ঠিক বলেছে; আহা! মাগী জানে না, সেকেলে মানুষ, ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি কি, আমায় বল, শীগ্‌গির বল?

জগ। ও বোন, তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজ বৌয়ের মুখ [illegible] সই কত্তে বলবে চল। যা হবার হবে, কারুর কথা শুনো না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগ্‌গির বল, শীগ্‌গির বল; আমার সুরেশ কোথায়, শীগ্‌গির বল? আমার প্রাণ থাকতে বল। বল বল, তোমার পায়ে পড়ি বল। দেখছে কি, আমার প্রাণ যায়,—বল বল!

প্রফু। ও দিদি, মা কেমন কচ্চে?

জ্ঞান। ওরে! তাই তো।

(জ্ঞানদা ও প্রফুল্লের অন্তরাল হইতে প্রবেশ)

জ্ঞান। মা, মা, অমন কচ্চো কেন মা? তুমি চ'লে এস, দূর হ মাগী, দূর হ!

উমা। বল—বল, শীগ্‌গির বল, কেন স্ত্রীহত্যা দেখছো? তুমি সেকেলে মানুষ, স্ত্রীহত্যা করো না। বল দিদি, বল, আমার প্রাণ রাখ, আমার সুরেশকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি বলবো বল, তার যে জেল হয়েছে; সে পাথর ভাঙছে।

উমা। অ্যাঁ! জেল হয়েছে?

জ্ঞান। না মা, না,—মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী! দূর হ!

উমা। অ্যাঁ, জেল হয়েছে? পাথর ভাঙছে মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞান। মা! কি হ'ল গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল মা, মা, মিছে কথা, মা শোন মা, দূর হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূর্চ্ছো গেল, কাল আবার আসবো। মাগী যেন ন্যাকা, মূর্চ্ছো যাবার আর সময় পেলে না! কাজের কথা শোন্, তবে মূর্চ্ছো যাবি।

জ্ঞান। বেহারা! বেহারা, মাগীকে পর্কানা দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোকগে ছাই, মাগী শঙ্কা নাইবে যায় না? সেইখানে গিয়ে ধরবো। [জগর প্রস্থান

প্রফু। ওমা, ওঠো মা, ওঠো!

উমা। আ মর! ফুলকি, খুব ডাকাচ্ছিস কেন! গোল কচ্চিস্ কেন? আমি উঠবো না।

প্রফু। ও দিদি, মা কি বলে গা?

জ্ঞান। মা, মা, কি বলছো? ওঠো মা।

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন যাব না।

জ্ঞান। ও মা, কি বলছো? মা, ওঠো।

উমা। আ মর্, ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে ফিরে বলবো, এমন ঝিও সঙ্গে দিলে, আমায় জ্বালিয়ে মারলে।

জ্ঞান। হায় হায়! মেজবৌ যে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি খেপলো।

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোরে কি আমি পাথর ভাঙ্গতে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফিরবি! আর কি মা বলবি! তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোরে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙছে! ও মা, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়।

(মূর্চ্ছা)

জ্ঞান। কি সর্ব্বনাশ, কি হবে। মেজবৌ, ঝিকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তার ডেকে আনুক।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

ও মা, ওঠো মা, অমন কচ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আসবে, তারে পাথর ভাঙতে হবে না। আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তারে পাথর ভাঙতে হবে না, মা, মা, শুনছো না? মা মা!

উমা। হাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব।

জ্ঞান। ও মা, কাকে কি বলছো? আমি যে তোমার বড়-বৌ।

উমা। ওহো হো-হো-হো! কি হ'ল, কি হ'ল। বাপ রে, সুরেশ রে! ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আসতে পাচ্ছ না, বাবা, তুমি যে মা নইলে থাকতে না! আহা হা! হা! কি হ'ল, কি হ'ল! কি করি! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না—"রাঙ্গি মুদিনীর গলি"—

(যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচবো! এই যে বড়-বৌ, ও পড়ে কে,—মা? ঘুমুচ্ছো কেন? ঘুমুচ্ছো কেন? বুঝুক; তুমি মদ খাও, নয় ঘুমোও, শুভবো, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও,—

পীতা। বড় মা, এ কি গো!

জ্ঞান। আর কি বলবো বাছা। সর্ব্বনাশ হয়েছে! এক মাগী এসে মাকে খবর দিয়েছে!

যোগে। পীতাম্বর—পীতাম্বর মদ দিয়ে এস; খুব সরগরম হ'ক! খেয়ে প'ড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নীমা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন। দেখছ না?

যোগেশ। তোর কি? তুই কেন ঘুমুচ্ছো না না?

পীতা। যান, মাতলামো করবেন না। বড়-মা ধরুন, গিন্নী-মাকে বিছানায় নিয়ে যাই। গিন্নী-মা! গিন্নী-মা—

উমা। কে রে রূপ? ঠাকুরুণ এদিকে আসচেন না কি? রান্না ঘরে যাই—রান্না ঘরে যাই।

[উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদার প্রস্থান।

নেপথ্যে জ্ঞান। ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর, এদিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়বে!

যোগে। কোথা যাস্ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস?

পীতা। যান ম'শয়, মাতলামীর সময় আছে।

যোগে। চোপরাও শুয়ার! আমি মাতাল? দেখ বাড়ীর ভেতর থেকে যা বলছি, ভাল চাস্ ত বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও; শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফিরছো?

পীতা। বাবু, গিন্নী-মা যে মরে!

যোগে। মরে মরুক। তোর বাবার কি?

নেপথ্যে জ্ঞান। ও পীতাম্বর, শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা, যাই; যাচ্ছি বড়-মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগে। শালা, তবু যাবি? (ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার)

পীতা। ওরে বাপ রে। খুন করলে রে। খুন করলে রে।

যোগে। ধর শালাকে! চোর! চোর! চোর!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ।

সুরেশ ও শিবনাথ।

সুরে। ভাই শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমায় দেখতে পেলেই তাঁর বাইরোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আনব হে, তুমি অতো মিনতি কচ্ছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পারবো, এ আমার মনে ছিল না; তা হ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে দিই। তুমি কিছু ভেবো না, মা রোজ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজ-বৌ যে যত্নটা কচ্ছে, তোমায় আর কি বলবো। মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরে। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধতে পারবো না।

শিব। তুমি ঐ কথা একশো-বারই বল! তোমার ধার আমি কখন শুধতে পারবো না—তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরে। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বৌ'র কোন খবর পেলে?

শিব। না ভাই, আমি সে খবর তো কিছুতেই পেলেম না; সে যে বাড়ী বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি এটভারটাইজ ক'রে দিয়েছি, ডিটেক্টিভ পুলিসকে টাকা দিয়ে খবর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ খুঁজছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান কত্তে পাচ্ছি নি!

সুরে। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই, দাদার কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে কথা আর তোমায় কি বলবো! রমেশ বাবু কতকগুলো মাতাল জেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আপনার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই বাড়ী ফেরাতে পারি নি।

সুরে। আমাদের সোণার সংসার ছারখার হ'ল! কি কুক্ষণেই মেজদাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কখন একটা মিথ্যা বলেন নি, কখনও পরস্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই হে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হতো, সেও ভাল ছিল। আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখতে হবে।

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ কচ্ছো? তুমি সব ফেরত পাবে; তুমি একটু ভাল হ'য়ে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকর্দ্দমা করবো। তোমার মেজদার জোচ্চুরি বার ক'রে দিচ্ছি। মা বলেছেন, বাড়ী বেচতে হয়, সেও করুন, যাতে তোমার মেজদাদা জব্দ হয়, তা করবেন।

সুরে। হাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে, শীগগির আসবে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সারলেই আসবে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপছে, আমি এত বারণ কল্লেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা! বেচারা রাস্তায় ভিরমি গেল, আমি এক বিপদে পড়লেম, এ দিকে তোমায় নিয়ে সামলাব, না তাকে নিয়ে সামলাব।

সুরে। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছ, কি ক'রে জানবে?

সুরে। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে,—ভাই, আমার কিছু মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে নিয়ে এল, তার পর জ্ঞান হয়ে দেখি, তোমার মা কাছে ব'সে, তুমি কাছে বসে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও, তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্মজন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই; মা বলেন, তোরা দু'ভাই; আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই। আমার পুলিসের কথা মনে পড়লে এখনও গা কাঁপে! তুমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি ভেবেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, তোমার

ওপর তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, সুরেশ কেমন আছে? আমি বল্লেম, ম'রে গেছে; খুসী হে! পথে আবার কাঙালী বেটা ধরেছে, তারেও বলেছি, তুমি মরেছ। সে বেটা বিশ্বাস করেছে। তার মাথা বেটা—সেটাই বল, আর সেটাই বল, মাথা চালতে পারতো। অমন চেহারা কখনও দেখি নি বাবা! মনুষ্য ধর আশালি-লেশ! শিব বাবু, তোমার ওষুধে একটু একটু সেরেছে ব'লে।

শিব। সেরেছে তো, বোধ হয় একটু একটু ছাদে পায়চারী কচ্ছে।

ডাক্তার। একটুও কষ্ট নয়; পেটে গিয়েছে তো, সকালে বিকেলে খানিক খানিক বেড়িয়ে আসবে। চল, তিন জনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঙ্গালীর কম্পাউণ্ডিং রুম।

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগ।

কাঙ্গা। এখন নিশ্চিন্তি, রামরাজ্য ভোগ করুন। কেমন বাবু বলেছিলেম? ও অকাল-কুষ্মাণ্ড পাঁঠা-শর, ও ঘোর আহাম্মুক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন; পাঁচ হাজার টাকাও লাগলো না, দু' হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন থাক, তার পর মকদ্দমা যা হয় হবে। ওর কাপ্তেন ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। ধ'রে টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাসতে হাসতে বাঁচি নি।

রমে। কি রকম—কি রকম?

কাঙ্গা। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল; সেটা এমনি পাজী,—বিছানায় প'ড়ে জ্বর,—তবু সুরেশের বাগানের দিন গাড়ী ক'রে চলো।

রমে। তা তো শুনেছি, তার পর?

কাঙ্গা। সুরেশও মুদোর উপর মুদোর, কে কাকে দেখে! ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভিরমি গেল, সুরেশও ভিরমি যায় যায়—

রমে। সেই দিনে ন্যাঠা মিটুতো, লোকটার আর না পেরুতে পেরুতে মারা যেত, হোথেকে ফিরে বেটা জুটলো।

কাঙ্গা। হাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা জুড়ন্‌কে মুখে জল দিয়ে, বাতাস ক'রে বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছি যে, শিবেকে চটাস্‌নি, হাতে রাখ, তা হ'লে তো এ কায হয় না। সুরেশটা হাসপাতালে পচতো! সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা ভাল। ঐ যে তুই মদনাকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য করেছিলি, কত বড় কাজটা পেলি বল দেখি? পাগল বল্লে হয় না, দলীলের বাক্স তুই চুরি কত্তে পাত্তিস্, না আমি পাত্তেম? বড়বৌটা যে খাণ্ডারনি, তোকে জায়গা দিতো, না আমায় জায়গা দিতো?

কাঙ্গা। পাগলটা খুব হুসিয়ার, কেমন সন্ধান ক'রে, বাক্স সিন্দুক ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেন, এই বোঝ! রমেশ বাবু, তুমি উকিলই হও—আর যাই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বোঝা ছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রি ক'রে যদি তোমায় দাদাকে না ধর, তা না হলে কি তোমাদের দৌ হাজার টাকায় বাড়ী বেচে? সেইগো সেইগো দলীল চুরী, সেক্রেটারী আফিসে তো নকল দেখো!

রমে। যাও, তুমি ত থেমে নও, খুড়োর কাণ কাট! মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রি ক'রে দাদাকে গ্রেপ্তার ধরান, আমার বুদ্ধিতে আসতো না, বুঝিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি ফল্‌স্ পারসনিফিকেশনের চার্জ আনতো, তা হলে সর্ব্বনাশ হ'ত!

জগ। চার্জ আনলেই হ'ল? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছে কি কত্তে? দিন রেতে চোক চাইতে পারে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে? তবে চার্জ আনবে?

রমে। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি, ওরা সব পতিপ্রাণা—পতিপ্রাণা!

কাঙ্গা। বাড়ীটের খুব দর হয়েছিল, যদি দলীলগুলো হাত না হত, ফাঁসাদে ফেলেছিল; হাতে কতক টাকা পেত। তোমাদের বড়বৌ যে,—স্বচ্ছন্দে মকদ্দমা চালাতো। আপনার তৈয়েরী দলীল দেখে খদের বেটা ভারি গম খেয়ে গেল।

কাঙ্গা। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকার বাগাতে পারে না। পাগলকে দিয়ে তো দলীল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বৌ মনে করেছে, চোরে চুরি করেছে, পাগলার পেটে পেটে এত, তা ধরতে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ ক'রে না, মদ বন্ধ করে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হয়েছে?

রমে। সে আমি এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারালের হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে; সে এখন বিশ বাঁও জলে! পীতাম্বরে যখন ধরা পড়েছে, আমি আর কিছু ভাবি নি।

জগ। হ্যাঁ গা, ও সাহেবটাকে হাত কল্লে কি ক'রে?

রমে। ওরা ত তাই চায়, আসতে কাটে, যেতে কাটে! দরখাস্ত কল্লেন, আমাদের লোত টাকা, এককলম মন থেকে উড়িয়ে দিচ্ছে, পীতাম্বরে আপত্তি করেছিল।

কাঙ্গা। আর ধরাই পড়ে গেল, কেবা আপত্তি করে! চাচা আপন বাঁচা, তবে ও টাকাও বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এডমিনিষ্ট্রেটারের গর্ভে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমে। তা কি কর্‌বো, সব দিক সামলান ভার। ও টাকার আর তেমন লোভ কর্‌লুম না, শেষ যা হয়, দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে পড়লে মকদ্দমা চল্‌তো; শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কাঙ্গা। সে ভয় করবেন না,—সে ভয় করবেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারিতে ধল্লে, তখন বেটা মরমরপায়। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি কল্লে যে, পথে মারা যাবে! ওর জামাতো ভাই দেখলেম, ভারি ভদ্রলোক, হেডকন্‌ষ্টেবলকে টাকা গুঁজে বল্লে যে, মারা যায় আমার দায়। তুমি নিয়ে চল। চার্জটা তো যে সে দেয় নি।

জগ। কি মর্কট্টাটা আমায় তো একদিনও বল্লি নি, এর ভাল মন্দ বুঝবো কি ক'রে? মনে কল্লি আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের। এই শাই হুটো কাটতে পারেন তো বুঝতেম, কোথায় কে পুরুষ, আর কত ছাতি। পোড়া ভগবান যে মেরেছে, কি করবো।

রমে। রূপাস, তুমি সব পার।

জগ। কি কেশটা করেছিস শুনি?

কাঙ্গা। ঐ যে ছোট একখানা তালুক করেছিল না? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আধমরা করে, ওর জামতো ভাই ফৌজদারী বাধিয়েছে যে, উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস; যাকে মেরেছে, সেই ওর হয়ে সাক্ষী দেবে; ওর জামতো ভাই পেঁচে পড়বে।

কাঙ্গা। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার খেয়েছে, ঠিকঠাক্ সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে! মফস্বলের লোক এমন! আহা হা হা! তারাই সুখী, তারাই সুখী! জানিস এ বুদ্ধি করেছিলাম, কেমন বল্ পোড়ারমুখো, বলিনি যে, শিবেকে জব্দ কত্তে চাস্, মাথায় লাঠি মেরে খুলিসে দে দাড়া, আপনি না পারিস, আমি যাচ্ছি, তা তুই রাজী হলি কৈ?

রমে। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ?

কাঙ্গা। কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি; যে ডাক্তারটা দেখেছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম; সে বল্লে, আজ তিন দিন মরেছে; কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমে। আমারও ডাক্তার বেটা বল্লে, কিছু ভাব বুঝতে পাচ্ছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার বেটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারুকে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ করবে না! এখন ধর, ও বেঁচেই আছে। আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক কালই হ'ক আর দুদিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বৌকে আর ছেলেকে এনে বাড়ীতে পোরো।

কাঙ্গা। কেন, তাদের এনে ফল কি?

রমে। না না, ঠিক বলেছে, এখনও সব দিক্ মেটে নি, কেউ যদি বড়বৌর হয়ে ক'রে মকদ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে।

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানাটা রয়েছে, এতে কোন্ অষুধটা নেই বল; যদি কিছু কাজ হ'ত না, ডাক্তারখানাটা দেখ না?

রমে। ও কি কথা, জগমণি!

জগ। ক্রমে বুঝবে, ক্রমে বুঝবে, আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমে। তারা কোথা আছে? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান কত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি করবো।

রমে। যাক্, পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা বলি—তোমার ভাগনেকে শিখিয়ে রেখো, কাল এসাইনমেণ্ট রেজেষ্টারী ক'রে নেবো; রেজিষ্টার ভারি সন্ধানে! সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারী করে না; ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাঙ্গা। আপনি কেন শেখান না; সে এখানে রয়েছে। ওরে ভজা, ভজা! মরেছে, পড়লো কি ঘুমুলো, ঘুমুলো কি মলো, ওরে ভজা।

(ভজার প্রবেশ)

ভজ। মধু! ঘুমুতে দেবে না, একটু যদি চোক বুজেছি—ভজা, ভজা, ভজা! ভজা যেন ওর বাপের খানসামা!

জগ। ভজহরি, বাবা, কাল তোমায় রেজেষ্টারী আফিসে যেতে হবে।

ভজ। কুছ পরোয়া নেই, যাওয়েঙ্গে!

রমে। যখন রেজিষ্ট্রার জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি বলবে, তুমি জমীদার, সপ্তের পরগণা তোমার জমীদারী। নাম বলবে, মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমীদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া রায় বাহাদুর।

রমে। না না, রায় বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমীদারী দিয়া? কুছ পরোয়া নেই, আজ রাজকা ওয়াস্তে রূপেয়া দেয়াও।

কাঙ্গা। একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা চাই, তবে এ কাজ হবে।

রমে। আচ্ছা, এই দু' টাকা নাও।

ভজ। কেয়া জমীদারকে সামনে দো রোপেয়া নজর দেয়ায়া? তা হচ্ছে না—নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রে চাই। এই ধর না পাঁচ একটা আড়াই টাকা, দু-টাকায় একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষ হবে না, এই ত ফুটকড়াই হল গেল। ষোল টাকা খাড়া কর, আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা,—তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, তা নইলে বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি! পোষাক, ঘড়ী, ঘড়ীর চেইন, হীরের আংটী তো তোমায় দিতেই হবে, আমি খালি গোঁফে তা দিতে থাক্‌বো, বোধ হয় এ থেকে এক পোয়া আতর নিতে পারি।

রমে। আচ্ছা চারটে নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে, রামেশ্বর, বদ্দিনাথ সাজতে বল দু' টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার, ষোল রূপেয়া নজর দেয়াও।

কাঙ্গা। আচ্ছা, আট টাকা নে।

ভজ। বকো মৎ বেকুব; হাম নিদ যায়, জমীদারকা সাথ হড়বড়'তে হো?

রমে। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি করেন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষৌয়ে পুটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে গোটা টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে। পাঁচশ টাকা নইলে ফের ঢুক্‌তে পারবো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

রমে। আচ্ছা, তার জন্যে আটক থাবে না।

ভজ। জমীদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, মোচমে তা চড়ায় গা এসাই, পায়ের ফেলেগা এসাই, বাত করেগা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙ্গো ওইসাই বেকুবি হ্যায়। গাধ্‌ধাকা মাফিক কলম পাকড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেগা, জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা, ওসাই বন্ যাগা; কুচপরোয়া নেই, রোপেয়া দেয়াও।

রমে। তোমায় যে গোটাকতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙটা খাবো, সব কথা কি মনে থাকবে? কাল টাটকা টাটকা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব;—বস্!

[ভজহরির প্রস্থান।

রমে। এ ছোকরা চালাক আছে।

কাঙ্গা। তা খুব।

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি করলে?

একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয় না ?

রমে। তার জন্য ভাবনা নাই, সে হবে—হবে।

[রমেশের প্রস্থান।

জগ। ইষ্টুপিডকে এত দিন ধ'রে যে বল্‌ছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাক্‌তে থাক্‌তে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রফা হয়ে গেলে তোমার মুখে খাড়ু দিয়ে বিদায় করবে।

কাঙ্গা। না, তার যো কি ? আজ না কাল, কাল্‌না ভাঁড়াবে ?

জগ। আচ্ছা দেখি, আর দিনকতক তোর বুদ্ধি শুনেই চলি, যদি ফাঁকে পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, আর ওকেও ধরিয়ে দেবো। আমি রাজসাক্ষী সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যান ; খেটে মর্‌বো। বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়্‌বো, সে বান্দা আমি নই ; তুই ইষ্টুপিড তখন দেখবি। জন্মায় বটে না বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

কাঙ্গা। আরে, ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দু'জনকে গাঁথিয়ে দেব, এই আমার কথা। বিধাতা মরে না, দেখতে পেলে তার মুখে আগুন জেলে দিই ! এমন গোঁয়ার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় জুটিয়েছে। আমার কতক গুণ্‌গি রমেশ।

কাঙ্গা। চল্‌ চল্‌, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা, আমি চল্লেম মদনমোহনের বাড়ী, আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌটা মদনমোহন দেখতে যায়, তা হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান করবো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাটে খুঁজতে হবে।

কাঙ্গা। আচ্ছা, ওদের খুঁজিস কেন ? তারা সেখানে হয় থাকুক না, তোর কি ?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝবি ? আমি যা খুসী করি, তুই বকাস্‌ নি।

কাঙ্গা। যা মর্‌গে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্ন-গৃহ।

যোগেশ ও জ্ঞানদা।

যোগে। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ, আমার সঙ্গে লুকোচুরি ?—কেমন ধরেছি ? ভাল-মানুষের মতন চাবিটি বার ক'রে দাও, আজ দু'দিন আর সেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞান। তুমি আবার কি কত্তে এসেছ ? ছেলেটা কি ক'রে উপোস ক'রে মর্‌ছে, তাই দেখতে এসেছ ?

যোগে। আমি কিছুই দেখতে শুনতে আসি নি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই, টাকা বার ক'রে দাও, সুড় সুড় ক'রে যাচ্ছি। কারুর মুখ দেখতে চাই নি, কারোকে মুখ দেখাতে চাই নি, চুকু চুকু মদ খেতে চাই, বস্‌।

জ্ঞান। তোমার একটু লজ্জা হয় না ? মাগ ছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্য তাড়িয়ে দেবে ; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ ? ধিক্‌ তোমায় ধিক্‌ !

যোগে। ধিক্‌ একবার—ধিক্‌ শতবার ; আমাকে ধিক্‌, তোমাকে ধিক, মাকে ধিক্‌, বেদোকে ধিক্‌, আর যে যে আছে সবাইকে ধিক্‌, ধিক ব'লে ধিক্‌, ভুবন ধিক্‌। কেমন বাবা, ধিকের ওপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম ! নাও, বাপের সুপুত্র হয়ে বাক্সটি খোলো।

জ্ঞান। ওগো, একটু হুঁস কর ; কোথায় দাঁড়াব, তার স্থল নাই। আগামী বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন তাড়িয়ে দেয় ; ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ী খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়া নাই ? পাখীতেও যে ছেলের আহার যোটায় ? ঘরে চাল নাই, এখনি বেদো ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে আস্‌বে, তুমি টাকা চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই ?

যোগে। বড় লম্বা লম্বা কথা কচ্ছো যে ? কিসের লজ্জা ? লজ্জা থাক্‌লে কেউ জুচ্চুরি করে ? লজ্জা থাক্‌লে কেউ মদ খায় ? লজ্জা থাক্‌লে কেউ ভিক্ষে করে ? আজ তিন দিন ভিক্ষে ক'রে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটি নি, একটা পয়সার জন্য

রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা ? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস।

জ্ঞান। বকো, আমি গেলেম।

যোগে। যাবে কোথা ? টাকা বার কর, না বার কত্তে পার, চাবী দাও, আমি বার ক'রে নিচ্ছি, ঐ যে বাক্স রয়েছে, আমি ভেঙ্গে নিতে পারবো।

জ্ঞান। কি কব, কি কব ! আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দু'টি ঘর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগে। তা আমার কি ? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে ? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছি ; বিষয় ছিনে ছিলে, বিষয় নিয়ে থাক, কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে। হা হা হা, ছেড়ে দাও বলছি—

জ্ঞান। ওগো, একটু রোঝ ; তোমার পায়ে পড়ি, একটু রোঝ।

যোগে। ছেড়ে দাও বলছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন করবো।

জ্ঞান। খুন কত্তে কর, আপদ্ চুকে যাক।

যোগে। তবে রে হারামজাদী ! (পদাঘাত)

জ্ঞান। ও বাবা রে !

যোগে। এখনও ছাড়লি নি ? ছাড় হারামজাদী —ছাড় !

[গলা ধাক্কা দিয়া বাক্স লইয়া প্রস্থান।

(বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ)

বাড়ী। ওগো বাছা, ভাড়া দাও ; ওগো, কথা কচ্ছো না যে ? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও— নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পারবো না। আমি পতি-পুত্রহীন, এই ঘর কটি ভাড়া দিয়ে খাই—ও মা, তুমি কেমন ভালমানুষের মেয়ে গো ? যেন কে কাকে বলছে, রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন ! ও মা, ঐ যে মিটুকে মিটুকে রয়েছে, কী রোগ আছে নাকি ? ও মা, এমন লোককেও ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায় পড়বো নাকি ?

জ্ঞান। ও মা !

বাড়ী। কি গো কি ? তোমার কি হয়েছে ?

জ্ঞান। কিছু নয় কি বাছা।

বাড়ী। না হয়েছে যাই নাই ; এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও ; কোন দিন দাঁত ছির-কুটে ম'রে থাকবে ; আমার হাতে দড়ী পড়বে।

জ্ঞান। মা, আমার হাতে কিছুই নাই, আমার ছেলে আসুক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী। হাঁ গা, তুমি কেমন জোচ্চোরিণী গা ? এই যে থালা ঘটী বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে। আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জোচ্চুরির আর জায়গা পাও নি ?

জ্ঞান। ও মা, আমি যা এনেছিলাম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটী বাটী যা আছে তুমি বেচে নিও ; আমি ছেলেটি এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী। ও মা ঘটী বাটি তো রের, ভালো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলেম, তাই চ'লে যেয়ো বাছা, চ'লে যেয়ো।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদ। মা, তুমি কাঁদছ কেন ?

জ্ঞান। যাদব চল, এখানে আর আমরা থাকবো না।

যাদ। কোথা যাব মা ?

জ্ঞান। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি ?

যাদ। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞান। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদ। আজ কি ভাত নেই ?

জ্ঞান। না, আজ রাঁধি নি।

যাদ। পথে চলতে পারবো না, বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে ; এক পয়সার মুড়ী কিনে দাও।

জ্ঞান। হা ভগবান্, অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে ! ভিক্ষে কত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব !

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

যাদ। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে !

প্রফু। দিদি ! যাদব, যা তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন, আমরা খাব।

যাদ। ও মা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞান। যাও বাবা, যাও।

[যাদবের প্রস্থান।

প্রফু। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞান। মেজো বৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে?

প্রফু। আমায় পাঠিয়ে দিলে, বল্লে, তোমাদের বড় দুঃখ হয়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আসছি ব'লে এসেছি, কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না, কি তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বলতে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেও না; সেই ডাইনী মাগী, আর এক মিন্সে ভাল, "মেজো মেজো" ব'লে কি ফুসফুস করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খবরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেও না।

জ্ঞান। বোন্, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তার পর আমি গলা টিপে মেরে ফেলবো। এক দিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিন দিন একবেলাও পেট ভ'রে দিতে পারি নি; রাতে একটু ফেন খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন্, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু দুধের ছেলে, খিদের ছট্‌ফট্ করে, এ যাতনা আর দেখ্‌তে পারি নি! আজ আমাকে বার ক'রে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি, রাখবে কেন? মনে করেছিলেম, ভিক্ষা ক'রে দু'টি খাইয়ে জলে গিয়ে ডুব্‌বো, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফু। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গহনা-গুলি নাও; এই বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাকতুম, মাকে দেখবার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি কর্‌বো, আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখানে থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞান। বোন্, তোমার গহনা নিয়ে আমি কি কর্‌বো? এ তো থাক্‌বে না, আমার স্বামী আমার শত্রু। সে দিন বাড়ী বেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রে নিয়ে গেল; আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘর ভাড়ার টাকা এনেছিলেম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফু। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাবছো? আমি তোমার পর নই, আমি তোমার সেই ছোট বোন; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের। আমি যাদবের জিনিষ যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞান। মেজো-বৌ, পর ভাবিনি, আমি কি ছিলেম, কি হয়েছি! আমার বাড়ীর যে সব খাদ্যদ্রব্য কুকুর-বেড়ালের খেয়ে অরুচি হয়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না, যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগলে কাতর হ'ত, সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল; যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতুম, সে কাপড় যাদবের নাই; কখনও চন্দ্র-সূর্য্য মুখ দেখে নাই, আজ নিরাশ্রয় হয়ে পথে চলেছি—

(যাদবের প্রবেশ)

যাদ। কাকীমা, কাকীমা, বাবা হাত মুচ্‌ড়ে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল।

জ্ঞান। দেখ বোন—দেখ, আমার অদৃষ্ট দেখ আমি কোথায় যাব?—স্বামী কার শত্রু হয়? ভগবান কেন আমায় এ পেটের জ্বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই?

প্রফু। দিদি, তুমি কাঁদছো কেন? অমন কচ্ছো কেন?

জ্ঞান। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন কচ্ছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি নি। (উপবেশন)

(বাড়ীওয়ালীর পুনঃপ্রবেশ)

বাড়ী। হ্যাঁ গো, এখনও বসে রয়েছ, এখনও বেরোও নি?

প্রফু। কে মা তুমি? তোমার কি এই বাড়ী? তুমি কি ভাড়ার জন্ত বল্‌ছো? কত ভাড়া হয়েছে বল, আমি দিচ্ছি।

বাড়ী। এ তোমার কে গা?

প্রফু। আমার মা'।

বাড়ী। আহা, তোমার মা', তবে এমন দশা কেন গা?

প্রফু। ওগো বাছা, সে ঢের কাহিনী। তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটিকে যদি বাস কর, তুমি যা চাও, আমি তাই দিই।

বুড়ীতে পেরেছি। কি করবো বাছা, টাকাকড়ি নেই, এই দু'টি ঘর ভাড়া দিয়ে খাই, তা নইলে কি ভাল-মানুষের মেয়েকে তাড়িয়ে দিই ?

প্রফু। তা বাছা, তুমি এই হারছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও ; আমার সঙ্গে এস, আমি আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই এক একখানা গহনা দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ী। হাঁ বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না ; আমি কোথায় গহনা বাঁধা দেব, কে কি বলবে, আমি কাঙ্গাল মানুষ, আমি অত পারবো না।

প্রফু। ওগো বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই ; আচ্ছা, তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ী। বাছা, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি ; তুমি ভাড়া দেও বাছা, তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এনে নিয়ে দিতে হয়, আমি দিতে পারবো।

জ্ঞান। মেজবৌ, বোন, তুমি কেন অমন কচ্ছো ? আমার দিন ফুরিয়েছে, আমি আর বাঁচবো না, যাদবের যদি কিছু কত্তে পার, দেখ।

প্রফু। কেন মা, কেন তুই বাঁচবি নি ? ও মা, বলিস্ নি মা, আমার ভয় করে।

জ্ঞান। মেজবৌ, প'ড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে, আমার দম আটকাচ্ছে।

প্রফু। ওগো বাছা, তুমি এক জন ডাক্তার ডেকে আন না।

বাড়ী। না বাছা, আমি বদ্যি ডাকতে পারবো না। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের পুন বিদায় কর। ও মা, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে যে গো, ওঠো গো, ওঠো ; ম'তে হয় রাস্তায় গিয়ে মর।

প্রফু। হ্যাঁগা বাছা, তোমার দয়া নাই ? মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

বাড়ী। হাঁগা বাছা, আমার দয়া-মায়া নাই ; ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা—তোমরা বিদায় হও।

প্রফু। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা। আমি তোমায় সব গহনা দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী। হাঁ, হাঁ, তোমায় গহনা নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফু। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

জ্ঞান। মেজবৌ, তুই ভাবিস্ নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফু। দিদি, কি হবে দিদি ? কৈ দিদি, তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপছো।

জ্ঞান। না বোন্, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয় ; ঠাকুরুণ পাগল মানুষ, একলা আছেন, তুই দেখ গে যা ; তোর ট্যাঁকে যদি টাকা থাকে, আমায় দিয়ে যা।

প্রফু। হাঁ দিদি, সেরেছ তো ? আমি তবে যাই, এই নাও ; (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, জমাদারকে ব'লে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে।

জ্ঞান। এস বোন্ এস। [প্রফুল্লের প্রস্থান।

বাড়ী। হাঁগা, তুমি চোক টিপলে যে। ওকে তো বিদায় কল্লে, আমি বাছা, তোমায় রাখতে পারবো না।

জ্ঞান। আমি যাচ্চি মা, তোমার কি ভাড়া দিতে হবে ?

বাড়ী। আমি এক পয়সা চাই না বাছা, তুমি বিদায় হও।

জ্ঞান। এই নাও একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি ; তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ী। নাও শীগগির নাও, ঐ ধোপাপাড়ার ভেতর ধোপার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক গে।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

জ্ঞান। যাদব, যাদব, কাঁদিস নি—চল। মা ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা ? আশ্রয়হীন কল্লে ? শরীরে বল নাই, রাস্তায় চলতে চলতে পথে প'ড়ে ম'রে থাকবো, মুদ্দফরাসে টেনে ফেলে দেবে। এ অনাথ বালক কোথায় যাবে ? লক্ষ্মীর কথায় শুনেছিলেম, আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্য পাগ রেগেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হচ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর।

রমেশ ও জগ।

রমে। প্রফুল্ল জানতে পাচ্ছে না।

জগ। আমার আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন খাদাটি আর নেই। আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি, মদনাকে তার বাড়ীর দোরগোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে চ'লে আসবে। ছেলে হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে ত আর দরকার নাই।

রমে। বৌকে দরকার আছে বৈকি। পীতাম্বরে বেটা শুনছি আসছে, সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গামা বাধাবে, তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আনতে পাল্লে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না, ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে। একটা ভাবছি, বৌটা থাকলে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল; সে পরের কথা পরে, বাড়ীতে আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমে। আমারও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাকতে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নামিয়ে দিয়ে যাও না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফু। আমি যা ঠাউরেছি তাই; ছেলে এনে মেরে ফেলবে! ক্ষুদ-কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তারে দুধ ঘি খাওয়াতে চাই নি, পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক!

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরে। মেজ, মা কোথা?

প্রফু। ঠাকুরপো, তুমি কোথেকে এলে?

সুরে। আমি রাত্রিবেলা যে দিক্ দে বাড়ী সেঁধুতুম, সেই দিক দে সেই পাচিল টপ্‌কে এসেছি।

প্রফু। ঠাকুরপো, তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরে। তারা কোথায়?

প্রফু। আজ্জায় বেয়ারাদের জিম্মায় আছে, আমার পাড়ী ক'রে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরে। এত রাত্রে তো বেয়ারাদের দেখা পাব না।

প্রফু। তবে কাল সকালে খবর নিও।

সুরে। তাই নেব, মা কোথায়?

প্রফু। শুয়ে আছেন।

সুরে। তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে?

প্রফু। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে উঠেন।

সুরে। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে রয়েছ যে? যদি আর এক দিক দে চ'লে যান?

প্রফু। না, তিনি এই ঘরেই আসবেন। যখন জেগে থাকেন, যেন ছেলেমানুষ হন, যেন নূতন শ্বশুরঘর কত্তে এসেছেন, আমায় মনে করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি। এই খাওয়ালেম, তখনি ভুলে যান;—বলেন "ঝি, ঠাকরুন কি আজ আমায় খেতে দেবেন না?" আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী; কি বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। ঐ দেখ, আসছেন; চক্ষের পলক পড়ছে না। মনে কচ্ছো, জেগে আছেন; তা নয়, ঘুমুচ্ছেন।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। সই কর, সই কর, যদ্ থাস্ থাবি; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই কর্‌বি নি? রমেশ, রমেশ! ওকে খুন ক'রে ফেল! ওহো, আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে!

সুরে। ও মা, না, আমি যে তোমার সুরেশ।

উমা। শীগ্‌গির রেজেষ্টারী করে নে, শীগ্‌গির রেজেষ্টারী ক'রে নে; ভাঙ—ভাঙ, পাথর ভাঙ; আমার সব ফুরুলো! গড় গড় গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এসেছি।

প্রফু। ওমা, অমন কচ্চো কেন মা! ঠাকুরপো এসেছে, দেখ না মা!

উমা। উঃ! বৃন্দাবনে কি অন্ধকার! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া, কিছু দেখবার যো নেই! গড় গড় গড় গড়—ভাঙ পাথর ভাঙ, পাথর ভাঙ, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্চ্ছা)

প্রফু। এমনি মূর্চ্ছা যান, আমি যদি, আমাকে নিয়ে পড়েন। এই দেখ না, আমার সর্ব্বাঙ্গ খেঁতো হয়ে গিয়েছে।

সুরে। ও মা, না। আমি যে সুরেশ মা, কেন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান।

রমেশ ও কাঙ্গালী।

রমে। ঐ মাগী গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা কল্লেম, শুনলেম, পীতাম্বরে বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেইটাকে ধত্তে পেল্লেই ত আপদ্ চোকে। এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আনি। দাদা পাগল হয়েছে। পীতাম্বরে বেটা যদি মামলার উদ্‌যোগ করে, সাক্ষী খুঁজে পাবে. দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত করবো—সেও কি, তাঁকেও গোটাকত মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন না একদিন মজা পাবে।

কাঙ্গা। জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি দরকার, দেখছি, ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, এক জন খেটে-খুটে বিষয় করে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন।

(জগ, যাদব ও মদনের প্রবেশ)

এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদ। ও মদন দাদা, এ কি মদন দাদা? আমায় ভয় করে দাদা। আমার মা কোথায় মদন দাদা? কে হাত বেঁধে রেখেছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় কচ্চে মদন দাদা।

রমে। ভয় কি? আয়, এ দিকে আয়, তোর মা বাড়ীর ভেতর আছে।

যাদ। আমার মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্চে!

রমে। চুপ, কাঁদিস নি।

যাদ। না, না, কাকা-বাবু, আমি কাঁদবো না, তুমি মেরো না কাকা বাবু।

রমে। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদ। ও কাকা বাবু, আমার ভয় করে কাকা বাবু! আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকা বাবু! একটু জল দাও কাকা বাবু।

রমে। না, জল খায় না, তোর অসুখ করেছে।

যাদ। না কাকা বাবু, অসুখ করে নি—কাকা বাবু, আমার খিদে পেয়েছে।

রমে। খিদে পেয়েছে! কেটে ফেল্‌বো!

যাদ। হ্যাঁ কাকা বাবু, আমি দু'দিন খাই নি কাকা বাবু, আমি মাকে খুঁজছি; মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমে। জল খায় না, যা, ওর সঙ্গে যা।

যাদ। আমি আর চল্‌তে পারি নি কাকা বাবু!

রমে। এই চাবী নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তার ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাঙ্গা। এসো, তোমার মার কাছে নিয়ে যাই চল।

যাদ। সত্যি বলছো, মিছে কথা বলছো না?

রমে। আবার কথা কাটাতে লাগলো, এর ঘাড় ভেঙ্গে দেব, অসুখ করেছে, শুনে যা।

যাদ। অসুখ করেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও!

রমে। না, না না, জল খেতে এখন না।

যাদ। ও মদন দাদা, তুমি এসো।

[যাদব, মদন ও কাঙ্গালীর প্রস্থান।

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো; তুমি রোগ বল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ বলবে এখন, আর ওষুধও দিয়ে দেবে এখন; বেশ, কারুর সন্দেহ করবার যো নাই; ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, ধরে ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি করবে?

(মদনের পুনঃ প্রবেশ)

মদ। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ! এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদ। না না, আমি তো চুরি করি নি, তুমি যা বল্‌ছে, তাই শুনছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ ক'রে বস। (রমেশের প্রতি) একে

দিন কতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক। আর ওষুধের যদি একটা উল্টো-পাল্টা কত্তে হয়, বলা যাবে, পাগলটা উল্টো পাল্টা করেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমে। ঠিক বলেছ। মদন দাদা, তুমি দেখ্‌ছ চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখলেম, আর তুমি চলে?

মদ। হ্যাঁ দাদা, সত্যি? হাঁ। দাদা, সত্যি?

রমে। সত্য বৈ কি।

মদ। তাই বলছি, বংশটা লোপ হয়,—বংশটা লোপ হয়।

রমে। দিদি ক'নে ঠিক করেছি।

মদ। তা কেমন হ'ক, কি জান, বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

রমে। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'নে ঠিক করেছি, তুমি বৈঠকখানায় বসো গে।

মদ। হাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে দেবে না?

রমে। পাহারাওয়ালা কেন?

মদ। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে দিয়েছিল, দাঁত কুটো ক'রে জাতে উঠেছি; যাত্রাওয়ালার মেয়ে বে দিয়েছিল, দু'টো কানমলা খেয়ে চুকেছে—এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে দিও না দাদা।

রমে। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদ। তাই বলছি, তাই বলছি, কি জান, বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

[মদনের প্রস্থান

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দু'দিন খায় নি, আর জোর দু'দিন টেঁকবে।

[জগ ও রমেশের প্রস্থান।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফু। কিছু জানতে পাল্লেম না, কি ফুসফুস্ কল্লেন; ছেলেটাকে কি ধরেছে? আমার মন আজ কেমন কচ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি, আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। আমি আর কাঁদতে পারি নি, আমার কান্না এসে না, আমার বুকের ভিতর কেমন কচ্ছে, ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি, কি করি, আমার বুকের ভিতর কেমন ক'রে উঠছে।

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। বৌ ঠাকরুণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে মারা যাবে? শুনেছিলেম, কলকাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ ত কখন দেখি নি; এসো, সকাল সকাল নাও, দু'টি খাও।

প্রফু। দেখ ঝি, আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে, আমার বড় মন কেমন কচ্ছে। আমার যদি এমন হয়, তা হ'লে আর আমি বাঁচবো না, আমায় কে যেন ডাকছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদছে, আমি কাঁদতে পাচ্ছি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!

ঝি। ও কিছু নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে থেকে, বাতিক বেড়েছে।

প্রফু। না ঝি! আমার কোথায় কি সর্বনাশ হচ্ছে, আমার বড় মন কাঁদছে; তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভাল মন্দ হয়, আমার গহনাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে, তাই দিয়ে ঠাকরুণকে খাইও। আবাগীর আর কেউ নাই।

ঝি। বালাই! অমন সোনার চাঁদ বেটা রয়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি?

প্রফু। না ঝি, অমন অভাগী আর পেটে আর জন্মায় না, তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখবে? আমি আর বাঁচবো না, আমার কোথা ভরাডুবী হয়েছে!

ঝি। হ্যাঁগো হ্যাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এসো; ফাঁকে ফাঁকে দু'টি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নইলে বাঁচবে কেন?

প্রফু। আমার মা, বাঁচতে এক তিল ইচ্ছে নাই, কেবল ঐ আবাগীর জন্য মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম, সেই মা আমার এমন হ'ল—আমাদের সোনার সংসার ভেসে গেল!

ঝি। কি কল্লে মা? কান্নাতো হচ্ছে না, এসো মা, এসো।

প্রফু। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীমিত্রের ঘাট।

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি।

শিব। ওহে সুরেশ! আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলেম না। আমি ত সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে কলিকাতার অলি গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখিছি!

সুরে। বল কি! তবে সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে আর নাই। যেওলা মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি?

সুরে। আর সে কি! তোমায় ত বলেছি, মেজবো'র ঠেরে শুনে এলেম, তাকে মেরে ফেলবার পরামর্শ কচ্চে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলে উঠছে, মেয়েকে যদি না পাই, এ প্রাণ আমি রাখবো না। আমি কি এই যাতনা ভোগ করবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছিলেম! ভাই, আমার মেয়েকে এনে দাও, মেয়েকে না পেলে আমি শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখবো, তার পর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওয়াইয়াদ, ওয়াইয়াদ, সাধু ওয়াইয়াদ! সুরেশ বাবু, ওকে না পেলে মরবো, ওকে না পেলে মরবো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না; দিনের ভিতর দু'শো বার মত্তে হয়। মনে করেছেন কি, আপনিই ঝড়ঝাপটা পাচ্ছেন, আর কেউ কখন খায় নি? তবে কাঁদছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন?

সুরে। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষা কচ্ছেন, আর আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন, আজ আমার মত পোড়ালেম—আমার প্রফুল্লকমল এতো দিন দিন মলিন হচ্ছেন, আজ আমার প্রাণের পোতলা হারিয়েছে। আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার মেয়ের মুখ মনে পড়ছে, আর আমি প্রাণ ধত্তে পাচ্ছি নি।

ভজ। মুখ মনে কত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ তুল্য, এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গোটা গোটা সব ভাই ছিল, বোন্‌টা আমি না খাইয়ে দিলে খেতো না। তার পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ী শুদ্ধ কাঁদছে! কি সমাচার? —না জমীদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত খোলে পড়েছে, প্রাণ ধুক্ ধুক্ কচ্চে, সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন। তার পর জমীদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা ঠাকুরুণ বেরুলেন, দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দু'টি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান। একদিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন—

সুরে। আহা হা!

ভজ। রসো, আহা হা ক'রো না, ঝড়ে যেমন আব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে পড়লো আর মলো, বোন্‌টাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদতে লাগলো, আমিও কাঁদতে লাগলেম, তার পর আর সন্ধান নাই। কেমন, মুখ মনে পড়বার আছে?

সুরে। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী।

ভজ। তার পর মামা বাবুর কাছে গিয়ে পড়লেম। গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত-রান্না, মামা বাবুর বেত আর মামী ঠাকুরুণের ঠোনার সঙ্গে ফেনে-ফেনে ভাত, জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

(সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ)

সু-প। কেউ তো কিছু বলতে পারে না। এক-জন ময়রা বল্লে, একটি ছেলে খাবার কিনতে এসেছিল, একটা বুড়ো এসে বল্লে, "শীগগির আয়, তোর মা ডাকছে"; কিন্তু কে যে তা আমি কিছু সন্ধান কত্তে পাল্লেম না!

সুরে। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা! কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে। কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভুঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতিই হচ্ছে!

ভজ। রসো, রসো, বিনিয়ে কেঁদো তখন; বুড়ো বল্লে বুঝি, বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশ বাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বৃদ্ধটি আমার মাতুলানীর অনুচর। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্ছি। ঐ যে তোমার বড় মা'র পেটের ভাই

—গাড়ী থেকে নাবছে, যাবার যো কি ? চুম্বকে যেমন লোহা টানে, তেমনি টান দিয়েছি, আমার দেখে নড়বার যো কি ? একটু আড়ালে দাঁড়াও—একটু আড়ালে দাঁড়াও,—আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখলে সরবে।

(সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান ও রমেশের প্রবেশ)

কা! রমেশ বাবু, আপ হিঁয়া কাঁহে লেগায়া, মেজাজ খোস্ ?

রমে। কি হে, তুমি যাও নি ?

ভজ। হাম লোক জমীনদার হ্যায়, যাতে যাতে দো চার রোজ রহে যাতা।

রমে। আরও কিছু টাকা চাই না কি ?

ভজ। মেহেরবাণি আপকো।

রমে। আচ্ছা, এসো আমি সার্টিফিকেট টিকিট কিনে দিচ্ছি, আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদের ব্যাঙ্কের উপর।

ভজ। যাবই তো, রয়ে গিয়েছি কেন জানেন, আপনি যদি কিছু কাজকর্ম দেন।

রমে। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সে তো আপ লিখিয়েগা, সে তো আপ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া, ও সব তো চলেই গা; লেকিন হামসে কাম চলতা, দোসরাকে কাহে দেনা ?

রমে। সত্য বলছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নেই।

ভজ। আবি নেহি, দো রোজমে হো সেক্তা। হামারা ভাতিজা মরে তো একঠো জমীনদারি পাওয়া যাইয়ে, ওস্কো বেমার হুয়াথা; হামতো জমীনদার হ্যায়, আপকো মোকাদ্দমে যাতা হ্যায়।

রমে। ভাতিজা! ভাতিজা কে ?

ভজ। ভাইপো গো ভাইপো, বাবু।

রমে। ও কি কথা ?

ভজ। সুরেশ বাবু, আসুন, সন্ধান পেয়েছি।

রমে। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা।

ভজ। মশায়, যান কেন,—যান কেন, তাদের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে যান।

[রমেশের প্রস্থান।

(শিবনাথ ও সুরেশের প্রবেশ)

সুরে। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে ? আছে তো—বেঁচে আছে তো ?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আসুন, শীগগির আসুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুকতে না দেয় ?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভেঙ্গেও কিছু বলবে না, ঢুকতে দেবে না কি ?

[সকলের প্রস্থান।

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

গীত।

মন আমার দিন কাটালি, ঘুম ঘোরালি,
ভাব বাসাতে বসি ভবে!
একলা এলে একলা যাবে,
মুখ চেয়ে কার বুঝছ ভবে,
কে তুমি বলছো আমি,
দেখ ভেবে আর ভাববি কবে,—
ভাঙ্গবে মেলা, ঘুচবে খেলা,
চিতার ছাই নিশানা রবে॥

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি করবো, গেল, তা কি করবো ? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল যাক্, আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! হ্যাঁ হে, তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ ?

লোক। হ্যাঁ।

যোগে। মদ-টদ খাচ্ছ না ?

লোক। এ কে রে! (স্বগত উক্তি)

যোগে। বল না, বল না, আমায় যা বলবে, তাই করবো। বেশী খাব না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে পয়সা দাও, চট ক'রে এনে দিচ্ছি! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! গেল, তা কি করবো ?

[লোকের প্রস্থান।

আহা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! ঐ না কারা মড়া পুড়িয়ে যাচ্ছে, ওদের বাপের জন্য একটু মদ খাবে না? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

[যোগেশের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের দরদালান।

মদন ও প্রফুল্ল।

মদ। না না, আমি পারবো না, আমি পারবো না! ছেলে মারবে, ছেলে মারবে। আমায় লুকিয়ে রেখে দাও,—আমায় লুকিয়ে রেখে দাও! ছেলে মারবে, ছেলে মারবে; বংশলোপ করবে।

প্রফু। কি গা, কি বলছো? ছেলে মরবে কি বলছো গা?

মদ। ওগো, বংশলোপ করবে, বংশলোপ করবে, ছেলে মারবে। সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মারবে! হায় হায়, আমি কেন পাহারাওয়ালা বে করেছিলেম!

প্রফু। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগগির বল, ছেলে মারবে কি?

মদ। না, না, আমি বলবো না, আমায় ধরবে, জমাদারে ধরবে, জমাদারে ধরবে, আমি কোথায় লুকুবো—আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফু। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদ। ওগো, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধরবে, আমার ভয় কচ্চে।

প্রফু। কে ধরবে? ছেলে মারবে কি? আমায় শীগগির বল।

মদ। না না, বলবো না, আমি তার ভয়ে সিন্দুক ভেঙে দলীল চুরি ক'রে আনলেম, তবু ছাড়লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়লে না; ছেলে মারবে, না খেতে দে মারবে, আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—না না—দুধ দিই নি। আমি পালাই!

প্রফু। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধরেছে? যেগোকে?

মদ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না, আমি না, আমি না! আমি দলীল চুরি করেছি, ধরিয়ে দেবে; হায় হায়! বে কত্তে গে মজলেম,—বে কত্তে গে মজলেম! কেন এ দস্যি পাহারাওয়ালা বে কল্লেম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলীল চুরি করে বল্লে, তাকে আমি দলীল দিলেম, এখন আমায় ধরিয়ে দেবে। কি হবে, কি হবে, আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জানলেই এখনি আমাকে বেঁধে নে যাবে। আমি পালাই,—আমি পালাই।

প্রফু। মদন দাদা, দাঁড়াও!

মদ। না না,—দাঁড়াব না, আমায় ধরবে, আমি লুকুবো।

প্রফু। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদ। ওরে বাপ রে! আমায় ধরলে রে!

প্রফু। তুমি কেন ভয় পাচ্ছো? ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব, মদন দাদা, শীগগির বল কোথায়?

মদ। ঐ তোমাদের পোড়ো মহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই,—আমি পালাই, আমায় মেরে ফেলবে!

প্রফু। মদন দাদা, তোমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদ। না,—না,—মরতে পারবো না, মরতে পারবো না। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফু। মদন দাদা, ছিঃ তোমায়! মা বলতেন, তুমি এক জন সাধুপুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে বাচ্চা ছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাকবে? একবার ভেবে দেখ, যম তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে! যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা করবেন যে, তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ? তখন তুমি কি উত্তর দেবে মদন দাদা! সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর; ছার প্রাণ চিরদিন থাকবে না, ধর্ম্মই সাক্ষী; ধর্ম্মরক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। মদন দাদা, যা করেছ তার আর উপায় নাই, আমায় ব'লে দাও, ছেলে কোথায়? আমি তাকে কোলে নে বসি; দেখি কোন্ রাক্ষস আমার কাছ থেকে নেয়? এখনও বলছো না? তোমার কি মরণ হবে না? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছেন, তুমি বুঝতে পাচ্ছো না?

মদ। অ্যাঁ—অ্যাঁ!—যমরাজ!

প্রফু। হ্যাঁ, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে। যদি সেই মহাভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহস বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, ছেলে কোথায় দেখিয়ে দেবে এসো; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় কচ্ছো? যমদূতকে ভয় কর না?—ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায় কচ্ছো না? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক্!

মদ। চল চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি; ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর!—যদি ধরে?

প্রফু। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধরবে, তার উপায় কি করেছ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদ। চল চল, এই দিকে চল, মরি মর্‌বো, ছেলে দেখিয়ে দেব; ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর।

যাদব, রমেশ, কাঙ্গালী ও জগ।

যাদ। ও কাকা বাবু, একটু জল দাও, আমার আগুন জ্বলছে গো—আগুন জ্বলছে!

রমে। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা!

যাদ। না গো, জ্ব'লে যায়, জ্ব'লে যায়, আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমে। টারটার এমিক দাও, ডাক্তার আসছে, বমি হবে—দেখবে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছুই নেই, উঠবে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার বল্‌বে, খেতে দাও। এইটে দাও, খুব ছট্‌ফট্ কর্‌বে এখন।

যাদ। ওগো মা গো, ও কাকা বাবু, আমি সন্ধ্যাবেলা মর্‌বো, এখন আমি দুধ দিও না। আমার সব শরীরে ছুঁচ ফুটছে। ও কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, কাকা বাবু।

রমে। ডাক্তার আসছে, ডাক্তার আসছে।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তা। গুড মর্ণিং, কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হয়ে পড়েছে।

কাঙ্গা। ডাক্তার বাবু, বাঁচবে তো? বাবুর ছেলে নেই, পুলে নেই—কেউ নেই, কেউ নেই, এই ভাই-পোটি সর্ব্বস্ব।

যাদ। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচবো।

ডাক্তা। দাও, দাও, জল দাও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা, জল কি তলায়।

যাদ। ওগো, আমায় জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমে। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন কর্‌লে।

ডাক্তা। এত দুধ-মুরুকা রয়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদ। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তা। ছুট।

জগ। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না।

রমে। ডক্টর, ইয়োর কি।

ডাক্তা। একটা ব্লিষ্টার দাও।

যাদ। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো; আমার পেটের থানা এখনও জলছে। এই দেখ—ঘা হয়েছে।

[ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান।

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো,—মা, তুমি কোথায় আছ গো? জ্ব'লে গেলেম গো, জ্ব'লে গেলেম! মা গো, একবার দেখে যাও।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমে। ওহে কাঙ্গালী, ডাক্তারকে রাখতে গিয়ে দেখি—ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ কচ্ছে, বাড়ী ঢোকবার যেন কি মতলব কচ্ছে।

জগ। তার ভয় কি? এই বেলেস্তারাখানায় ঠিক হয়ে যাবে এখন।

যাদ। ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, ও

[illegible] টিকে [illegible]। [illegible] বাবু, [illegible] ডুবিয়ে যাব, আমি [illegible] কাকা [illegible] তোমার পায়ে পড়ি কাকা [illegible]!

[illegible] পাঠিয়ে দিই, [illegible] যাবে [illegible]।

[illegible] তোমার পায়ে পড়ি [illegible] ডুবিয়ে [illegible] আমায় [illegible] না [illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible], না, আমি [illegible] বলবো, না, আমি [illegible]। [illegible] আছে [illegible] খাচ্ছে।

[illegible] কথা [illegible] সঙ্গে [illegible] না। আমি [illegible] বলো [illegible] মরে [illegible]।

[illegible] প্রবেশ।

যাদ। [illegible], কতক্ষণে মরবে মা।

[illegible]

[illegible], যাদব, বাবা!

[illegible] আমি [illegible] আর [illegible] কাকা [illegible] আমার [illegible] পেয়েছে।

[illegible], এখ-খাও।

[illegible]। আর [illegible] গিয়েছে; দেখলে না [illegible] মা, মা কি বেঁচে আছে, বেঁচে [illegible] খুঁজে আসছে। যদি বেঁচে থাকে [illegible] দেখা হয়, বোলো না—আমি না [illegible]

আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদতো, খেতে পাই নি শুনলে মা আমার বুক চাপড়ে ম'রে যাবে। কাকী মা, বলো, আমি ব্যামোতে মরেছি!

[illegible]। বালাই! বালাই! ছি বাবা, ও সব কথা [illegible] নাই। যাদব, যাদব, বাবা বাবা! পরমেশ্বর, রক্ষা কর!

(মদন [illegible] প্রবেশ)

মদ। ধর্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্মরাজ! রক্ষা [illegible]। [illegible] পাগলের মত [illegible] সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই [illegible]। [illegible] লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাক্‌বে [illegible], এখনি বাঁচবে। ধর্মরাজ! [illegible], ধর্মরাজ! রক্ষা কর। [illegible] সহিত প্রফুল্লের [illegible]) [illegible] আমি পাগল নই,—আর আমি [illegible] রক্ষা কর—ধর্মরাজ! রক্ষা কর।

([illegible] কাঙ্গালী ও জগৎ [illegible] প্রবেশ)

[illegible] কি? তুমি [illegible] তোমায় [illegible] ক'রে [illegible]।

[illegible] কোন থেকে [illegible] এসেছি। তোর মাথা [illegible] তোর মত যত পিশাচী [illegible] পারবে না,—দূর হ, দূর হ।

[illegible]। কি সর্বনাশ!

[illegible], তুই হেথা কি কত্তে এসেছিস্? [illegible], ছেলে [illegible] ব্যামো, চিকিৎসা কত্তে [illegible]।

[illegible]। তুমি এখনও প্রতারণা কচ্ছো? তোমার [illegible] বলবো, তুমি কার জন্য এ সর্বনাশ [illegible]? [illegible] কার জন্য [illegible] পথের ভিখারী [illegible]? কার জন্য কাঙ্গালীকে জেলে দিয়েছ? কার [illegible] অনাহারে মেরে টাকা লোকসান [illegible]? তুমি কার জন্য [illegible]কে পাগলিনী [illegible]? [illegible] তুমি বিদ্বান্, আমি অবলা স্ত্রীলোক, [illegible] তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, [illegible] মহাপাতককে [illegible] কি? পরকালের কথা থাকুক, ইহকালে কি সুখ [illegible] করবে? [illegible] বড় ভাই [illegible]

পাগলিনী হয়েছেন, ছোট ভাই জেলে খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যুশয্যায়! এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে; তোমার জীবনে কি সুখ, আমি তো বুঝতে পাচ্ছি নি।

রমে। দেখ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা কস্‌নি; ভাল চাস্‌তো দূর হ, নইলে তোরে খুন কর্‌বো।

প্রফু। তুমি কি মনে কর আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য কত্তে দেব? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় করেছি, ধর্ম্মকে ভয় করেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয়ই জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য কর্‌বেন না, সতর্ক হও; আমি সতী, আমার কথা শোন; যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্ম বিরোধী হয়ো না! তুমি কখনই এ শিশুকে বধ কত্তে পার্‌বে না।

মদ। না না, বধ কত্তে পার্‌বে না। ধর্ম্মরাজ! আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ! আশ্রয় দাও, না না বধ কত্তে পার্‌বে না! আমি আর পাগল নই—আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদনা! তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ?

মদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জান্‌লা ভেঙ্গে এনেছি। ধর্ম্মরাজ! আশ্রয় দাও—ধর্ম্মরাজ! আশ্রয় দাও! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি; পাহারাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করি নি; চাপরাসি, আর তোমায় ভয় করি নি; ধর্ম্মরাজ! আশ্রয় দাও,—ধর্ম্মরাজ! আশ্রয় দাও।

রমে। প্রফুল্ল দূর হ, ভাল চাস্‌তো দূর হ!

প্রফু। আমার ভাল কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এত দিন মা'র জন্য বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।

জগ। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি কচ্ছো? ওদের ঠেলে ফেলে দে ছোঁড়াটাকে নিয়ে চল।

মদ। জমাদার পাহারাওয়ালা, খুন কর্‌বো! ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর—ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর!

রমে। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোরে খুন ক'রে ফেল্‌বো, স'রে যাবি তো যা!

যাদ। কাকীমা পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে; আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও!

প্রফু। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুত্তলী ছেলেকে না খাইয়ে মারছো! ছি ছি ছি! তোমায় ধিক্! তোমায় সহস্র ধিক্! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হয়ো না; আমি আবার বল্‌ছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য কর্‌বেন না।

রমে। তবে মর। (প্রফুল্লের গলা টিপিয়া ধরণ, কাঙ্গালী ও জগমণির যাদবকে আক্রমণ)

মদ। ছেড়ে দে রাক্ষসি। ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর।

(সার্জ্জন, জমাদার, ইন্‌স্পেক্টার, পাহারাওয়ালার সহিত সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ)

পীতা। আরে নীচপ্রবৃত্তি নরাধম! স্ত্রীহত্যা বালকহত্যা কচ্ছিস? (রমেশকে ধৃত করণ এবং রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণিকে পুলিশে ধৃত করণ)

ডাক্তা। ওহে শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে! পালস্ ষ্টেডি আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নাই।

মদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি; ভয় নাই, ভয় নাই, পারাজন্ম দিয়েছি; ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সুরে। ডাক্তার বাবু, এ দিকে দেখুন, মেজ-বৌদিদির মুখে রক্ত উঠছে।

ডাক্তা। ইস! তাই তো!

সুরে। মেজবৌদিদি—মেজবৌদিদি!

প্রফু। ঠাকুরপো এসেছ? যেদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেবো না, আমি মা'র জন্য জোর ক'রে প্রাণ রেখেছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আমি তোমায় ফাঁকি দিয়েই সর্ব্বনাশ করেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর, আমি জানতেম না, এ সংসারে এত প্রতারণা! ভগবান আমায় ভাল যায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নাই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তুমি কোলে নিচ্ছেন। (রমেশের প্রতি) দেখ,

তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা কর্‌বো না; জগদীশ্বর করুন, যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়; তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি। আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন। ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখনো মনে ক'রো—আমি চল্লেম! (মৃত্যু)

সুরে। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হ'লো! মেজ দাদা! তোমায় বল্‌বার আর কিছু নাই।

পীতা। নরাধম! তোর কার্য্য দেখ!

ভজ। রমেশ বাবু, হাম বোলাথা একঠো জমীনদার পাওয়া রাখ দিজিয়ে। এই দেখুন না, তা হ'লে তো এই ফ্যাসাদ হ'তো না; এই বার এই বালা পরুন!

(ইন্‌স্পেক্টর কর্ত্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান)

রমে। দেখ হাবুল, বে-আইনী ক'রো না,—বে-আইনী ক'রো না।

ভজ। রমেশ বাবু, কিছু বে-আইনী নয়; ক্রিমিনেল প্রসিডিওরে মার্ডার, এটেম্প টু মার্ডারে বালা মল দুই পরতে হয়।

জগ। আমায় ধ'রো না,—আমায় ধ'রো না! আমায় ছেড়ে দাও!

জমা। চোপরাও গন্তানি!

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি কেস আন্‌বো; তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু বল্‌বে না? এত দিন উকীলের বাড়ী চাকরী কল্লে কি? একটা সেক্‌সন খোঁজো, দু'টো মুখের কথাই খাও; বাবা, ঢের ঢের বদমায়েসী দেখেও এসেম, ক'রেও এলেম, কিন্তু মামা মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে!

জমা। কেঁও রমেশ বাবু, আবি ধরম দেখলায়া নেই? যব ভাইকো কয়েদ দিয়া, তব তো বহুত ধরম দেখলায়া!

ভজ। কেমন রমেশ বাবু, ছেলাম! ধর্ম্ম দেখ নেটুকু আছে নাকি? তুমি আমার মামী-মামার ওপর! সত্যি কথা, [illegible] কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি। মামীর মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি।

ইন্। রমেশ বাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখতে পাল্লে না; তা হ'লে একটা হিষ্টরিক্যাল কেরেক্টার হ'তো!

ভজ। রমেশ বাবু, পাঁচ জনে পাঁচ দিক্ থেকে পাঁচ কথা কচ্চে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুন্‌লে লোক যে বয়সে আছে, সেই বয়সেই থাকবে।

যাদ। কাকীমা, কাকীমা!

ডাক্তা। ভয় নাই, ভয় নাই, এই যে তোমার কাকীমা! ভয় কি? তুমি এই দুধ খাও।

যাদ। আমার মা কি আছে?

ডাক্তা। তোমার কাকীমা আছে, ভয় নাই।

পীতা। নরাধম! নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারেখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বর বাবু, কি বল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওঁর নাম গাইবে, যমরাজ ওঁকে নরকের মেট ক'রে দেবে। মামা বাবু, মামী-মা, তোমরাও এক এক জন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা করে; এমন পাথরকুচীর প্রাণ, দোহাই বল্‌ছি, আমার বাপের জন্মে দেখি নি! এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মারছিলে? তোমাদের বাহাদুরী যে, আমার চোখেও জল বার করেছ।

মদ। প্রফুল্ল—প্রফুল্ল, তুমি কোথায়, দেখ, এত পাহারাওয়ালা জমাদার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল তোমায় বাঁচাতে পাল্লেম না এই আমার দুঃখ রইল; আমি পাগল নই, আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর,—ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর।

ভজ। না তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ করেছ, কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজ হরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়!—মামা বাবু, মামীমা, রমেশ বাবু, দেখ, আমি যদি জজ হতেম, তোমাদের মাপ কত্তেম, তোমরা যথার্থই অভাগা।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। বাপ রে বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

সুরে। ভাই শিবু, আমার কি সর্ব্বনাশ দেখ? মা, মা, জননি! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর! মা গো, দেখ, আমি প্রাণ ধরতে পাচ্ছি নি!

ভজ। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—সুরেশ বাবু, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যাদেরকে পেলে এই ঢের, আর বেশী কাঁদাকাটি ক'রো না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, ফেরবার তো নয়।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। এই যে আমার বাড়ীর ঝাঁটা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এনেছে। এই যে বেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ, দেখছো—দেখছো; দেখ, মানুষে সময়ও দেখবে, দেখ, দেখ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

যবনিকা